বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট

২০১৩-২০১৪

প্রথম খন্ড
(১ম অংশ)

বেসিক ব্যাংক লিঃ
(আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১৩

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিটের সুপারিশ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৩
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৪
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-৪২

ক

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বক্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৫ বঃ
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় এর ২০১০ হতে ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য তৃতীয় খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ- .... বঙ্গাব্দ
.... খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২।	BTB (বিটিবি)	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
৩।	BRPD (বিআরপিডি)		Banking Regulation Policy Department	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত অনুসৃতব্য নীতিমালা।
৪।	BCAA (ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব)	=	Block Credited Advantage Account	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৫।	BMRI (বিএমআরই)	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৬।	C.C (HYPO)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৭।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৮।	COF (সিওএফ)	=	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৯।	CIB (সিআইবি)	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
১০।	DA (ডিএ)	=	Document Against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance ব্যাখ্যা দিতে হয়।
১১।	DP (ডাউন পেমেন্ট)	=	Down Payment	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
১২।	DL (ডেফার্ড এলসি)	=	Defered Letter of Credit	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
১৩।	EEF (ইইএফ)	=	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প।
১৪।	ETP (ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।

১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	FBPN (এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৭।	CRG	=	Credit Risk Grading	
১৮।	FBP (এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
১৯।	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
২০।	FC (ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন)	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
২১।	FL (এফএল)	=	Funded liability -	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমনঃ-সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমনঃ- আমদানি ঋণ, লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
২২।	IDCP (আইডিসিপি) (প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
২৩।	IIDFC (আইআইডিএফসি)	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।
২৪।	ILC (আইএলসি)	=	Inland Letter of Credit	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য ঋণ পত্র খোলা।
২৫।	IP (আরোপিত সুদ)	=	Improved Interest	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২৬।	LTR (এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
২৭।	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
২৮।	LDBP (এলডিবিপি)	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৯।	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৩০।	NFL (এনএফএল)	=	Non-funded liability	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।
৩১।	NIP (অনারোপিত সুদ)	=	No-Improved Interest	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ

				হিসাব করা হয়।
৩২।	NIA (এনআই এ্যাক্ট ১৮৮১)	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩৩।	PAD (পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
৩৪।	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
৩৫।	PSC(পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
৩৬।	RS (আরএস) পুন:তফসিল	=	Re-schedule	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩৭।	STL (এসটিএল)	=	Short term loan	স্বল্প মেয়াদী ঋণ।
৩৮।	SOD (এসওডি)	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
৩৯।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

(ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছরঃ

- ২০১০ খ্রিঃ হতে ২০১৩ খ্রিঃ।

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কালঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
০১।	বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ
০২।	বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা, ঢাকা।	০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ
০৩।	বেসিক ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা।	০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ
০৪।	বেসিক ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, ঢাকা।	০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ
০৫।	বেসিক ব্যাংক লিঃ, মিরপুর শাখা, ঢাকা।	০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ

নিরীক্ষার পদ্ধতিঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে আলোচনা।
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা।
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহঃ

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদনং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা (লক্ষ টাকা)
০১	ক্রয়তব্য জাহাজের ডকুমেন্ট যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২১২৫১.৮২
০২	গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৪৭৭৬.৬৭
০৩	বন্ধকীকৃত জমি আইনজীবী কর্তৃক ভুয়া চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১২২৭২.৮৭
০৪	প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা না থাকার মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২২৫৫৭.১৩
০৫	শ্রেণিকৃত দায় থাকার পরও ত্রুটিপূর্ণ সহায়ক জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৩৫৬৩.৫৯
০৬	সহায়ক জামানতের বৈধ মালিকানা না থাকার পরও ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০৬২৬.০০
০৭	মহামান্য হাইকোর্টে মামলা থাকার পরও এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও টার্মলোন মঞ্জুর ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০১৬৪.৫২
০৮	শাখা কর্তৃক ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করেই ঋণ বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮৭৭৭.৩২
০৯	অস্তিত্বহীন ও ঋণ প্রদানের যোগ্যতাবিহীন প্রতিষ্ঠানকে ভুয়া দলিলাদির মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮৫১৫.০২
১০	ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অন্য ব্যাংকের খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর, বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮২৬১.০১
১১	পূর্বে ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও নিয়মিত লেনদেন না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৯৯৭.৯৫
১২	প্রকল্পে ব্যাংকের ইকুইটি নির্ধারণ না করেই ঋণ মঞ্জুর, ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে চলতি হিসাব হতে অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান, ঋণ প্রদানের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ প্রদান, শাখা কর্তৃক আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনঃঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৯৬১.৯৯
১৩	অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৯৭৮.৪৭
১৪	সহায়ক জামানত বন্ধক গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৮৯৩.৫৭
১৫	প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত এবং ত্রুটিপূর্ণ সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৩০৬.৩১
১৬	প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সুপারিশ না করা সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬৭০৭.৫১
১৭	অন্য ব্যাংকের বন্ধকী সম্পত্তি সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান এবং ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬৪৫০.৭০
১৮	প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান এবং তৈরী পোশাক রপ্তানি মূল্য প্রত্যার্বাসন না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬৪৪৮.২৭
১৯	গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মর্গেজ ব্যতীত ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৩৮৩৪.৫৪
২০	লোকাল বিল ক্রয়ের সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল ক্রয় ও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক গ্রহণ না করে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৬৫৫.২৪
		মোট=১৯৬০০০.৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ – ০১।

শিরোনামঃ ক্রয়তব্য জাহাজের ডকুমেন্টস যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২১২৫১.৮২ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার সি এল বিবরণী, ঋণের নথি ও লেনদেন বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

শাখার নিয়মিত ও পরিচিত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও এবং ব্যবসায়িক যোগ্যতা না থাকার পরও প্রধান কার্যালয়ের ২৯/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১২/৮৬৭৭ এর মাধ্যমে মোট ঋণাঙ্কের ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে মেসার্স এস এফ জি শিপিং লাইনকে ৪টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য ৫ বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়।

(খ)

একইভাবে শাখার অপর গ্রাহক মেসার্স শিফান শিপিং লাইনকে ৪টি সামুদ্রিক জাহাজ ক্রয়ের জন্য ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকার টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়। আলোচ্য দু'টি ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ এর ৩১০ ও ৩১১তম সভায় ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধকের শর্ত উপেক্ষা করে ও প্রধান কার্যালয়ের ১৭/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৫৯১১ এর মাধ্যমে উপরিউক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বেসিক ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুসারে ঋণাঙ্কের ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধক গ্রহণের বিধান রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান পরিপালন করা হয়নি।

(গ)

অনুরুপভাবে প্রধান কার্যালয়ের ২১/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১২ /১৭৪৪৮ এর মাধ্যমে মেসার্স আমির শিপিং লাইনকে একটি সামুদ্রিক কার্গো ভেসেল ক্রয়ের জন্য ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা ৫০% সহায়ক জামানত বন্ধক সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও সিকিউরিটি যাচাই না করে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(ঘ)

একইভাবে শাখার গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও প্রধান র্কাযালয়ের ১৪/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১২/৭০৮৬ এর মাধ্যমে মেসার্স এশিয়ান শিপিং লাইন বিডি কে ৩টি কার্গো ভেসেল ক্রয়ের জন্য ৪০% সহায়ক জামানত বন্ধক সাপেক্ষে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা টার্মলোন ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকের অনুকূলে ১৩/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের দলিল নং-৮৭৬৩ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কেরানীগঞ্জ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকায় ডিড অব মর্গেজ করা হয়। ৬৭.৪০ শতক জমি ব্যাংকের নিকট বন্ধক দেয়া হলেও উক্ত জমির মিউটেশন করা হয়নি ও ক্রেতার দলিলও শাখায় সংরক্ষণ করা হয়নি।৭৬ শতক জমি অদ্যাবধি ব্যাংকের নামে বন্ধকী দেয়া হয়নি।

- শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রাহকদের ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রাহকের ব্যবসায়িক যোগ্যতা বা ব্যবসার অবস্থা, সহায়ক জামানতের মূল্য, ক্রয়তব্য জাহাজের প্রকৃত মূল্য জানা সম্ভব হয়নি। এমন মন্তব্য থাকার পরও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- গ্রাহকের আর্থিক স্বচ্ছলতা, ব্যবসায়িক অবস্থা, ক্রয়কৃত জাহাজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোটেশন, আয়ুস্কাল উৎপাদনের সন এবং পুরাতন হলেও বিক্রেতার জাহাজের মালিকানার সকল ডকুমেন্টস যাচাই বাছাই না করে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- গ্রাহকের ট্রেড লাইসেন্স ও টি আই এন নম্বর ২০১২খ্রিঃ সালে ইস্যু করা হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স ও টি আই এন নম্বর এর ডকুমেন্ট নতুন হওয়ায় প্রমাণিত হয় গ্রাহকের পূর্বে কোন ব্যবসা ছিলো না।
- গ্রাহকদের জাহাজ ব্যবসার কোন অভিজ্ঞতা না থাকার পরও এত বিপুল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা ব্যাংকের আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।
- মেসার্স এসএফজি শিপিং লাইন এর অনুমোদিত ঋণসীমা ৬০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিতরণ করা হয়েছে ৬২৩০.২৬ লক্ষ টাকা। ঋণসীমা অপেক্ষা ২৩০.২৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে।
- অনুরুপভাবে মেসার্স শিফান শিপিং লাইন এর ঋণ সীমা ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিতরণ করা হয়েছে ৭০৮৩.৫২ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে ৫৮৩.৫২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বিতরণ করা হয়েছে। শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে উক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- সমুদ্র অধিদপ্তরের ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-আইএস-৪৮/সার্ভে রেজিস্ট্রেশন (বিবিধ)/৮৩৩৯ হতে দেখা যায় যে, গ্রাহকদের ক্রয়কৃত জাহাজ গ্রাহক ও ব্যাংকের নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। তাদের সরবরাহকৃত তালিকায়

সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রতিষ্ঠানের জাহাজের মালিকানা ও ব্যাংকের মালিকানার নাম নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে ঋণের দ্বারা জাহাজ ক্রয় করা হয়নি ও ব্যাংকের নামে বন্ধক দেয়া হয়নি।

- ৪টি প্রতিষ্ঠানের জাহাজের হাল নাগাদ রেজিষ্ট্রেশন এবং মেরিন পলিসি করা হয়নি।
- ঋণ প্রস্তাব প্রেরণকালে গ্রাহকদ্বয়ের সিআরজি প্রণয়ন করা হয়নি এবং সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ না করেই উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সি আর জি প্রণয়ন করা হয় ৬১ ফলে গ্রাহক ঋণ প্রাপ্য নয়।
- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী এস এফ জি শিপিং লাইন ও মেসার্স শিফান শিপিং এর ০৮/২০১২ ও ১১/২০১২ মাস হতে ঋণের মাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহকদ্বয়ের ৩১/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণের কোন কিস্তির টাকা জমা করেনি। এমনকি জাহাজের আয়ের টাকাও গ্রাহকদ্বয় চলতি হিসাবেও জমা করেনি। গ্রাহকদ্বয় ঋণের নিয়মিত কিস্তির সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাব ২টি বিএল ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ঋণ বিতরণের পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপক বন্ধকী সম্পত্তির সঠিকতা ও প্রকৃত মূল্য সরেজমিনে যাচাই না করেই ঋণ বিতরণ করেছে । ফলে মঞ্জুরী পত্রের শর্ত ভঙ্গ করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ব্যাংকের সকল নিয়ম নীতি ও শাখা ব্যবস্থাপকের মতামত উপেক্ষা করে ঋণ মঞ্জুর, গ্রাহকদ্বয়ের ব্যবসায়িক অবস্থা, অভিজ্ঞতা এবং জাহাজ ক্রয়ের ডমুমেন্টস যাচাই না করে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক ব্যতিরেকে গ্রাহকের চলতি হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করায় ও ব্যাংকের দায় পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হওয়ায় ৪টি ঋণ হিসাবে (৭৮০৬.৩৪+৮৮৯১.৯২+ ১১০৬.৬২+৩৪৪৬.৯৪ লক্ষ সহ) মোট ২১২৫১.৮২ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ০১" এ দেখানো হলো)।**
- উপরে বর্ণিত অনিয়মসমুহ প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হলেও পরিচালনা পরিষদ ক্রেডিট কমিটির সুপারিশ আমলে না এনে ঋণ মঞ্জুর করে, যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জাহাজ ক্রয় ও যৌথ নিবন্ধনসহ যাবতীয় কাগজপত্র ব্যাংকে জমাদানের জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। বন্ধকী সম্পত্তির জমির মালিকানার ডকুমেন্টস, মন্দ ও কু-ঋণের দায় এবং ঘাটতিকৃত সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক দেয়ার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অর্থ আদায়ের অগ্রগতির সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় তা আদায়পূর্বক উহার প্রমানকসহ পুন:জবাব প্রদানের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আলোচ্য ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০২।

শিরোনাম: গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর এবং বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪৭৭৬.৬৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, সি এল বিবরণী, লেনদেন বিবরণী ও ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- মেসার্স সুহী শিপিং লাইন লিঃ শাখার পরিচিত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও এবং ঋণাংকের সমপরিমাণ সহায়ক জামানত বন্ধক গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রধান কার্যালয়ের ১১/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১২/১০৮৯ এর মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৩টি কার্গো ভেসেল ক্রয়ের জন্য ৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহকের ট্রেড লাইসেন্স নম্বর- ০৫৩৩৪৫৯ যা রাজস্ব অঞ্চল-৫ হতে ২০/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে নতুন ইস্যু করা হয়। অথচ এস এম জি শিপিং লাইনের জন্য ০৫/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে একই অঞ্চল হতে ০৫৩৩৪৩২ নং ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু দেখানো হয়েছে। ০৫/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স এর সংখ্যা ২০/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের ট্রেড লাইসেন্সের নম্বরের সংখ্যা অপেক্ষা কম হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্যে ট্রেড লাইসেন্সটি সঠিক ছিল না এবং গ্রাহকের পূর্বে এ জাতীয় ব্যবসা ছিল না।
- ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুসারে ঋণাংকের সমপরিমাণ সহজামানত বন্ধক নিয়ে ঋণমঞ্জুরীর শর্ত থাকলেও বোর্ডের ৩০৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মাত্র ২০৯.৫০ লক্ষ টাকার বন্ধকী সম্পত্তির বিপরীতে ৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রতি বিশেষ আর্থিক আনুকূল্য দেখানো হয়েছে।
- গ্রাহক ৩টি সামুদ্রিক জাহাজ ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানকালে যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জাহাজ ক্রয় করার জন্য চুক্তি করা হয়েছিলো পরবর্তীকালে সেই প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জাহাজ ক্রয় করা হয় নি। ক্রয়কালে ৩ টি জাহাজ মালিকের কোটেশনের ভিত্তিতে জাহাজের উৎপাদনের সন, আয়ুষ্কাল প্রভৃতি যাচাই না করে ও প্রকৃত মূল্য নিরূপণ না করে ক্রয় করা হয়েছে এবং বিক্রেতার অনুকূলে পে-অর্ডার প্রদান করা হয়নি । গ্রাহকের চলতি হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করার মাধ্যমে আলোচ্য অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- ঋণ বিতরণের সীমা ৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৪৭৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ।এ ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ৬৫.৭০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- কোন ডাউনপেমেন্ট আদায় না করে ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ মার্চ/২০১৩ হতে নির্ধারণ করা হলেও এপ্রিল/২০১৪ পর্যন্ত ঋণের কোন কিস্তি গ্রাহক পরিশোধ করেনি। ফলে ঋণ হিসাবটি বি এল ঋণে পরিণত হওয়াতে ৬৮৫৭.৭৭ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

(খ)

- গ্রাহকের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস রিসোর্সেস লিঃ শাখার পরিচিত গ্রাহক না হওয়ার পরও ৪ টি কার্গোভেসেল ক্রয়ের জন্য ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে প্রধান কার্যালয়ের ০৩/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১২/৫০৭১ এর মাধ্যমে ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়। ঋণাঙ্কের ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- গ্রাহককে ৪টি জাহাজ ক্রয়ের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৮৩৬৯ নং পত্র হতে দেখা যায় যে মাত্র ২ টি জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ২টি জাহাজ যে প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয় করা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের নামে পে-অর্ডার প্রদান করা হয়নি।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুসারে গ্রাহক ঋণের অর্থ দ্বারা ২টি জাহাজ ক্রয় না করায় ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হয়নি।
- গ্রাহকের ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির পর মে/২০১৩ হতে মাসিক ১৭৩.৪৭ লক্ষ টাকা করা হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত ঋণের একটি কিস্তির অর্থও গ্রাহক পরিশোধ করেনি। ফলে ৭৯১৮.৯০ লক্ষ টাকা মন্দ ও কু ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ২টি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম বর্হির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের মোট ১৪৭৭৬.৬৭(৬৮৫৭.৭৭+৭৯১৮.৯০) লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের বন্ধকী সম্পত্তির প্রকৃত ও তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য ও বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সঠিক আছে কিনা তাহা যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- ২ জন গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা বা সি আর জি প্রণয়ন না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়কৃত জমির মিউটেশন করা হয়নি। বিক্রেতার সম্পত্তি মালিকানা অর্জনের ক্ষেত্রে মূল দলিল শাখায় সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে ক্রয়কৃত জমির মালিকানা সঠিক আছে কিনা তাা যাচাই করা সম্ভব হয় নি।
- বর্ণিত অনিয়ম প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হলেও পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক ক্রেডিট কমিটির সুপারিশ গুরুত্ব না দিয়ে শাখা হতে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণের পরদিনই অর্থাৎ ২৮.৩.২০১২খ্রিঃ তারিখে নিজেদের পছন্দ মাফিক গ্রাহক কে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- গ্রাহক ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর এবং শাখা কর্তৃক বিধিবির্হভূতভাবে ঋণ বিতরণ ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (বিবরণ পরিশিষ্ট "০২" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অবশিষ্ট জাহাজ ক্রয় এবং যৌথ নামে জাহাজের নিবন্ধন করে যার ডকুমেন্টস শাখায় জমাদানের জন্য গ্রাহকদ্বয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। ১০০% সহায়ক জামানত এবং মন্দ ও কু-ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য গ্রাহককে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে গ্রাহকদ্বয় ঋণের অর্থে জাহাজ ক্রয় না করে ঋণের টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করেছে। বিধিবর্হিভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে অনিয়মিতভাবে প্রদানকৃত ঋণের টাকা আদায়ের অগ্রগতির সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় ও অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রমানকসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয় হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আলোচ্য ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৩।

শিরোনাম : বন্ধকীকৃত জমি আইনজীবী কর্তৃক ভুয়া চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১২২৭২.৮৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের সি এল বিবরণী, লেনদেন বিবরণী, ডকুমেন্টস নথি এবং ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স ডেল্টা সিস্টেম লিঃ এর মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফয়জুল হক সিকদার ০৮/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে একটি চলতি হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৪০০৭ খোলেন। গ্রাহকের চলতি হিসাবের লেনদেন সন্তোষজনক নয়। গ্রাহক কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য সিসি ঋণের জন্য আবেদন করে। শাখা কর্তৃক গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মজুদ মালামাল এবং সহায়ক জামানত যাচাই না করে একজন নতুন ব্যবসায়ীকে বিপুল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর প্রস্তাব ২২/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে। শাখার প্রস্তাব যাচাই বাছাই না করে মাত্র এক দিনের মাথায় তড়িঘড়ি করে ২৩/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১৩তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২১১১৫/২০১২/৮৭৪৪ তারিখ-৩১/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এক বছর মেয়াদে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহক নিয়মিত লেনদেন না করায় ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়। গ্রাহক ঋণ সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলে শাখা কর্তৃক সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয় না করে ২৭/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ঋণ সীমা বৃদ্ধি সহ নবায়নের প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে যা ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- শাখার ক্রেডিট কমিটি ১৮/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় পুনঃপ্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে।উক্ত প্রস্তাবে গ্রাহকের সীমাতিরিক্ত দায় ৪৫৭.১৯ লক্ষ টাকা, যা দায় অনুযায়ী স্টক যথেষ্ট নয়। আইনজীবী কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত করা, ঋণের টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা এবং ঋণ সীমা বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা নেই উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-বেসিক/এইচও/ সিসিডি/২০১৩/২১১১৫/ ১৩৪৩৯ তারিখ ২৮/০৭/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণ সীমা ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৮০০০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করে এক বছর মেয়াদে নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়, যা ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত, শাখা ব্যবস্থাপক জনাব ওয়ালিউল্লাহ ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে ১৩/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ০৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা, ১০/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা, ১৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১০০.০০ লক্ষ টাকা , ২৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, ০৩/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২০০.০০ লক্ষ টাকা, ০৪/১২/১৩ খ্রিঃ তারিখে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ০৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা মোট ২৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা ব্যাংকের অর্থ তছরুপের সহযোগিতার শামিল হিসাবে বিবেচিত।
- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতার অপব্যবহার করে সীমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করেছে।
- ভুয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ জমি বন্ধকের বিপরীতে সিসি হাইপো ঋণ বাবদ ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর ও বিতরণ করার অর্থ হলো ব্যাংকের অর্থ তছরুপ বা আত্মসাৎ করার শামিল। উল্লেখ্য বন্ধকীকৃত সম্পত্তির সকল ডকুমেন্টস শাখা হতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- বন্ধকীকৃত জমি আইনজীবী কর্তৃক ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত, লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও আইনজীবি ও শাখার ক্রেডিট কমিটির মন্তব্য উপেক্ষা করে ঋণ সীমা বৃদ্ধিসহ নবায়ন, শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সীমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান এবং সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃত না থাকায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ১২২৭২.৮৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৩" এ দেখানো হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা শাখা ব্যবস্থাপক করেছে। ঋণ হিসাবটি বর্তমানে সন্দেহজনক মানে পরিণত হয়েছে। ত্রুটিমুক্ত জমি বন্ধক নেয়ার কার্যক্রম চলছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে অনিয়মিতভাবে প্রদানকৃত ঋণের অর্থ আদায়ের অগ্রগতির সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় ও অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রমানকসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণের বিষয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যগণ এবং শাখা ব্যবস্থাপক সম্পূর্ণ দায়ী। সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৪।

শিরোনাম: প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা নেই মর্মে মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২২৫৫৭.১৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে শান্তিনগর শাখার ঋণের নথি, লেনদেন বিবরণী ও ডকুমেন্টস নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- শাখার গ্রাহক নিউ ঢাকা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিঃ কর্তৃক ০৭/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শাখায় একটি চলতি হিসাব খোলা হয়। শাখার নবাগত গ্রাহক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর মদনপুরস্থ ৬৬০ বিঘা জমির উপর আবাসন প্রকল্প উন্নয়নের কাজের বিলের বিপরীতে প্রধান কার্যালয়ের ১২/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং এইচও/সিসিডি /৩০১৬২/১০১২/৫৬৫৯ এর মাধ্যমে ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়।মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুসারে বাস্তবায়িত কাজের বিল হতে ঋণের দায় সমন্বয় করা হবে। সরকারী ব্যাংক সাধারনত: সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের কাজের বিলের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে থাকে।কিন্তু বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজের বিপরীতে ঋণ প্রদানের কোন সুযোগ নেই। অথচ শাখার সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাংকের ০৫/০৪/১২ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পরিষদের ৩১০তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- ঋণ বিতরণের বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ১৪/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যেই ঋণের ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা ১ মাস ৬ দিনের মধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রকল্পে গ্রাহকের ইক্যুইটির অর্থ দ্বারা কাজ বাস্তবায়নের পরই ঋণের অর্থ ছাড় করণের নিয়ম এবং ঋণের অর্থের ১ম কিস্তির অর্থ ব্যবহারের পরই ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করণের নিয়ম। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন না করেই ঋণের সমুদয় অর্থ স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাড়করণ করা হয়েছে।
- বন্ধককৃত সহায়ক জামানতের ডকুমেন্টস যাচাইকালে দেখা যায় যে, ১৪২৩ শতক জমি মাগুরা পেপার মিলের পরিচালক বন্ধক দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ট্রাইপাটি এগ্রিমেন্ট প্রদান করায় প্রতিয়মান হয় যে, নিউ ঢাকা সিটি ডেভেলডমেন্ট যার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য। সিঙ্গেল গ্রাহক দেখিয়ে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে ব্যাংক হতে উক্ত অর্থ উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যার প্রমান শাখা ব্যবস্থাপকের ১০/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে প্রতিয়মান হয়। একই গ্রাহককে প্রধান শাখা হতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ও গুলশান শাখা হতে ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা ও শান্তিনগর শাখা হতে ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী। গ্রাহকের ও যার গ্রুপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে মূলধন ৭০০০০.০০ লক্ষ টাকার ১০% হিসাবে টার্মলোন হিসেবে সর্বোচ্চ ৭০০০.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণ মঞ্জুরীর কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক ও ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের যোগসাজশে একাধিক ভিন্ন নামে উক্ত ঋণ প্রদান করা হয়।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণের দায় পরিশোধের জন্য শাখা হতে গ্রাহককে কোন তাগিদপত্র প্রদান করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের ১১৫৫৬.১২ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রাহকের ২৭/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, গ্রাহকের প্রতিষ্ঠানটি রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রদর্শন করত: সুদ মওকুফ চাওয়া হয়েছে । ফলে প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহক ঋণের অর্থ দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেনি।
- ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুসারে টার্মলোনের মেয়াদ ৫ বছরের উর্দ্ধে প্রদানের কোন সুযোগ নেই।অথচ ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি উপেক্ষা করে উক্ত ঋণের মেয়াদ ৮ বছর প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক মন্তব্য করা হয়েছে থার্ড পার্টির সহায়ক জামানত গ্রহণযোগ্য নয়, সরকারী ওয়ার্ক অর্ডার ব্যতিরেকে ঋণ প্রদানযোগ্য নয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ডেভেলমেন্ট কোম্পানী কর্তৃক অন্য ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেছে কিনা এমন মন্তব্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণযোগ্য নয় মর্মে মন্তব্য প্রদানের পরও পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- শাখা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির প্রকৃত বাজার মূল্য নিরুপণ না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী।

(খ)

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী গ্রাহক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ২৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/ এইচও/২০১১/১৯৫৩৫/ এর মাধ্যমে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে সাউথ আবাসন প্রকল্পে প্লট আকারে ভূমি উন্নয়ন কাজের জন্য ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা টার্মলোন মঞ্জুর করা

হয়। গ্রাহকের ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের ১১০০১.৩০ লক্ষ টাকার অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

- ঋণের গ্রেস পিরিয়ড ১২ মাস হতে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস করা হলেও ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত ৮টি কিস্তির টাকা আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহক ঋণের কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি। ফলে ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- একই গ্রুপভুক্ত ২টি প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি (১১৫৫৬.১২+১১০০১.০১) বা ২২৫৫৭.১৩ লক্ষ টাকা।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা না থাকার মন্তব্য, বিধি বহির্ভুতভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরীতে টার্মলোন মঞ্জুর এবং উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সিংগেল বরোয়ার লিমিট উপেক্ষা করে টার্মলোন মঞ্জুর এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (১১৫৫৬.১২+১১০০১.০১) বা ২২৫৫৭.১৩ লক্ষ টাকা **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৪.১৩ ২" এ দেখানো হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রধান কার্যালয় ও পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ঋণের গ্রেস–পিরিয়ড বৃদ্ধি করা হয়েছে। গ্রাহকের ইকুইটির অর্থ দ্বারা প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয় করা হয়। গ্রাহকের ঋণের কিস্তি পরিশোধের গ্রেস পিরিয়ড ২৪ মাস হতে ৩৬ মাস বৃদ্ধি করে টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়েছে বিধায় এখনও ঋণের টাকা পরিশোধের মেয়াদ আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে বিতরণকৃত ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কোন ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে এবং আদায়ের অগ্রগতির সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় অনাদায়ী অর্থ সত্ত্বর আদায় পূর্বক ও অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক প্রমানকসহ পুন:জবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আলোচ্য ঋণ মঞ্জুরী প্রদানের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৫।

শিরোনাম: শ্রেণীকৃত দায় থাকার পরও ত্রুটিপূর্ণ সহায়ক জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩৫৬৩.৫৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, সিএল বিবরণী ও ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- গুলশান শাখার নিয়মিত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও এবং শাখার প্রোপোজাল পত্রে গ্রাহকের ব্যবসা ও সম্পত্তির বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য থাকার পরও প্রধান কার্যালয়ের ০৪/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/ এইচও /সিসিডি/ ২০১৩/ ২১১৩২/ ১৭৮৩ এর মাধ্যমে মেসার্স সিনটেক্সকে রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনার জন্য সিসি হাইপো ঋণ বাবদ ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়। ৯৭৮ শতক জমির মধ্যে ৩৭৬ শতক জমির ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের পূর্বে গ্রাহকের নামে বৈধ মালিকানা না থাকার পরও এবং ঋণ বিতরণের পর অর্থাৎ ০৬/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বন্ধকী দলিল সম্পাদন করা হয়েছে। ৩৭৬ শতক জমি ঋণের অর্থ দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে। ব্যাংকের ডিড অব মর্গেজ ঋণ প্রদানের তারিখে না করে ১ মাস পর করা হয়েছে।
- বন্ধকী সম্পত্তির বৈধ মালিকানা ও তা গ্রাহকের দখলে আছে কিনা শাখা কর্তৃক নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত যাচাই করা হয়নি এবং বন্ধকী সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য শাখা কর্তৃক অদ্যাবধি মূল্যায়ন করা হয় নি। যা ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী।
- গ্রাহকের ব্যবসা না থাকা সত্ত্বেও সিআরজি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) মান ৭৫ এর পরিবর্তে ৪৮ হওয়ার পরও এবং গ্রাহকের অন্য ব্যাংকে মন্দ ও কু ঋণ থাকায় গ্রাহক ঋণ পাওয়ার যোগ্য নয়। এতদসত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- অপরদিকে গ্রাহকের চলতি হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৫৫৪৮ তে কোন অর্থ জমা না থাকার পরও ৯১৩.০১ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।উক্ত হিসাবে ১৬/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১০৩.০০ লক্ষ টাকার জমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রাহকের টি আই এন নং ও ট্রেড লাইসেন্স নতুন হওয়ায় এবং ব্যবসার পারফরমেন্স এর কোন প্রমাণক উপস্থাপন না করার পরও নতুন গ্রাহক হিসাবে ব্যাংক হতে এত বিপুল পরিমাণ ঋণ প্রদানযোগ্য নয়। অথচ বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- ঋণ হিসাবে গ্রাহক নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত কোন অর্থ জমা করেনি। ১৬/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে ৪২৫৪.৫৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

(খ)

- গুলশান শাখার অপর নতুন গ্রাহক মেসার্স ই এফ এস ইন্টারন্যাশনাল কে প্রধান কার্যালয়ের ২৯/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১২/২১০৯৯/১৩২২৬ এর মাধ্যমে আমদানী রপ্তানি ব্যবসার নামে এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুসারে ১০০% নিষ্কন্টক সহায়ক জামানত বন্ধক নেয়ার শর্ত থাকলেও শাখা হতে জমির সঠিকতা সরেজমিনে যাচাই না করে ভুয়া ও ত্রুটিপূর্ণ জমি বন্ধক রেখে উক্ত ঋণের অর্থ বিতরণ করায় ব্যাংকের ৪৮৮১.০৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। **উল্লেখ্য যে, বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যাংকের বিজ্ঞ আইনজীবী ডকুমেন্টস সমূহ জাল ও ত্রুটিপূর্ণ মর্মে উল্লেখ করেছেন।**
- গ্রাহকের সি আর জি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও শাখা হতে সিআরজি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) ৭৫ দেখানো হয়েছে, যা তথ্য জালিয়াতির সামিল।
- গ্রাহক ঋণ সীমা উত্তোলনের পর হতে নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন করে নি।
- গ্রাহকের ব্যবসার অস্তিত্ব নেই যা শাখা কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে।
- প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, গ্রাহকের আইডি নং- ১৯৪৮০৩৮৭০৮৩১৩ ভুয়া হিসাবে বিবেচিত।
- খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭ ক ক ধারা অনুসারে ঋণ প্রদানযোগ্য নয়। গ্রাহক খেলাপী গ্রাহক হওয়ার পরও ঋণ প্রদান করা উক্ত আইনের সুস্পষ্ট লংঘন ।
- গ্রাহকের চলতি হিসাব নং ২১১০-০১-০০০৩৮৪১ তে কোন জমা স্থিতি না থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ১৩/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৮৫.১১ লক্ষ টাকা উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত হিসাবে ১৬/৪/২০১৪ পর্যন্ত ৫৯৬.১১ লক্ষ টাকা টিওডি দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- ৩০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের ঋণ হিসাব হতে লিমিট অতিরিক্ত ১০০.০০ লক্ষ টাকা উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(গ)

- শান্তিনগর শাখা হতে মেসার্স হাসিব এন্টারপ্রাইজ লিঃ কে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনার জন্য ০১/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পরিষদের ৩১৫তম বোর্ড সভায় সিসি হাইপো ঋণ ২২০০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুরি করা হয়। শাখার সুপারিশ পত্রে এবং মঞ্জুরী আদেশেও গ্রাহকের অন্য ব্যাংকের খেলাপী ঋণ থাকার বিষয় উল্লেখ করার পরও ব্যংকের নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। যা ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭-ক ক ধারার পরিপন্থী।
- ঋণের লেনদেন বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ২২/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন করা হয়নি। গ্রাহকের ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করা সত্ত্বেও শাখা হতে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবে উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাহক ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না করার পরও ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৫২৮.৮৬ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় নবায়ন করা হয়েছে। যা মোটেই বিধিসম্মত নয় এবং উক্ত নবায়ন অকার্যকর হিসাবে গণ্য।
- ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণসমূহ মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ২৭২৮.৮৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- বন্ধকী সম্পত্তির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য শাখা হতে যাচাই না করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহক হাসিব এন্টারপ্রাইজ ও সিনটেক্স একই ব্যক্তি। প্রকৃত তথ্য গোপন করে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংকের দুটি শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছে।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক ঋণ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা নেই মর্মে মন্তব্য থাকার পরও পরিচালনা পরিষদ ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া, শ্রেণীকৃত দায় থাকার পরও ঋণ মঞ্জুর ও ত্রুটিপূর্ণ সহায়ক জামানতের বিপরীতে ঋণ বিতরণ ও গ্রাহকের চলতি হিসাবে স্থিতি না থাকা সত্ত্বেও উত্তোলনের সুবিধা প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ১৩৫৬৩.৫৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০৫.১ ও ২" এ দেখানো হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে গ্রাহকের ৩টি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। বন্ধকী সম্পত্তির বৈধ মালিকানা ও প্রকৃত মূল্য যাচাই করার বিষয়টি শাখায় প্রক্রিয়াধীন আছে। ৩টি প্রতিষ্ঠানের হিসাবে মন্দ ও কু- ঋণে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় ঋণের অনাদায়ী সমুদয় অর্থ আদায়পূর্বক এবং অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ পুন:জবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলে জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- বিধিবর্হির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬।

শিরোনামঃ সহায়ক জামানতের বৈধ মালিকানা না থাকার পরও ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০৬২৬.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের সিএল বিবরণী, লেনদেনের বিবরণী, ডুকুমেন্টস, নথি এবং ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- অত্র শাখার গ্রাহক মেসার্স এ আর এস এস এন্টারপ্রাইজের মালিক জনাব মোহাম্মদ সাব্বির হোসাইন ১৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে একটি চলতি হিসাব খোলেন, তার হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৩৯৩৩। ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং স্কোর সবনিম্ন ৭৫ না হলে ঋণ প্রাপ্য নয়। কিন্তু আলোচ্যে ক্ষেত্রে তার সি আর জি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) ৫৮ যা সন্তোষজনক নয় অর্থাৎ গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নতুন ট্রেডিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১৮/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩০৬তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- বেসিক/এইচও/সিসিডি/ ২০১২/২১১০৫/১৪৪৭ তারিখ ২৫/০১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এক বছর মেয়াদে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা এসওডি ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- এসওডি হিসাবের লেনদেন বিবরণী হতে দেখা যায় যে, লেনদেন সন্তোষজনক না থাকা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক সীমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করে শাখার ১৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ঋণসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে গ্রাহক সহায়ক জামানতের বৈধ মালিকানা না হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৫(পাঁচ) মাসের মাথায় সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১২/ ২১১০৫/৯৮৩৬ তারিখ- ১৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এসওডি ঋণ সীমা ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করে ১ বছর মেয়াদে নবায়ন করা হয়। কিন্তু গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ঋণের দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রে ঋণ বিতরণের পূর্বে শাখার অপারেশন ম্যানেজার যৌথভাবে মূল্যায়ন করার পর এবং বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক নেয়ার পর ঋণ বিতরণের শর্ত থাকলেও সমস্ত ডকুমেন্টস যাচাই না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। লেনদেন বিবরণীতে আরও দেখা যায় যে, গ্রাহককে ১৩/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়। ব্যাংকের বন্ধকীকৃত সম্পত্তি গ্রাহক ২৯/০৫/২০১২খ্রিঃ তারিখ, ২৩/০৫/২০১৩খ্রিঃ তারিখ, ৩১/০৫/২০১৩খ্রিঃ তারিখ, ৪/০৬/২০১২খ্রিঃ তারিখ, ২৫/০৭/২০১২খ্রিঃ তারিখ, ২৯/০৭/২০১২খ্রিঃ তারিখ, ৩১/০৭/২০১২খ্রিঃ তারিখ, ২/০৮/২০১২খ্রিঃ তারিখ, এবং ৬/০৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে ক্রয় করে অর্থাৎ ব্যাংকের টাকায় জমি ক্রয় করে ব্যাংকে ৩০/৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে রেজিষ্ট্রি করে বন্ধক রাখা হয়েছে।
- গ্রাহকের লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও সীমা বৃদ্ধিসহ নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বি আর পি ডি সার্কুলার নং-১৬/২০১০ লংঘন করে সিসি ঋণের অর্থ দিয়ে জমি ক্রয় করা হয়েছে। যা উক্ত আদেশের পরিপন্থী।
- সন্তোষজনক লেনদেন না হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- বন্ধকী জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য ৪৯৬৯.৮৭ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। যা গ্রাহক ঋণ বিতরণের পর ঋণের অর্থ হতে ৩৩৬.৩৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- গ্রাহকের সহায়ক জামানতের বৈধ মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও ঋণ মঞ্জুর এবং বিতরণ, ব্যাংকের অর্থে জমি ক্রয় এবং ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০৬২৬.০০ লক্ষ টাকা **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৬" এ প্রর্দশিত হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বর্তমানে ঋণ হিসাবটিকে মন্দ ও কু-ঋণ হিসাবে শ্রেণীকৃত করা হয়েছে। সীমাতিরিক্ত ঋণ সমন্বয়, লেনদেন করাসহ নিয়মিত রাখা অন্যথায় সমুদয় ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব

বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় ঋণের অনাদায়ী সমুদয় অর্থ আদায় এবং অনিয়মের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ পুন:জবাব প্রদানের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধিবর্হির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৭।

শিরোনামঃ মহামান্য হাইকোর্টে মামলা থাকার পরও এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও টার্মলোন মঞ্জুর করায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০১৬৪.৫২ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার সিএল বিবরণী, ঋণের নথি ও লেনদেন বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- গুলশান শাখার পরিচিত গ্রাহক না হওয়ার পরও, পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না নিয়ে, ২০১০ সালে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা থাকার পরও এবং শাখার বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের ২৯/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১২/২১১১৯/১৩২২৭ এর মাধ্যমে মেসার্স টেকনো ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ কে দক্ষিণ রামচন্দ্রপুরে অবস্থিত বি সি এস পুলিশ কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির নির্মিত ২৪০ টি ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ৫ বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ঋণের লিমিট হ্রাস করে ৭৬০০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক জুন/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে মাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও এপ্রিল/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ঋণের একটি কিস্তির অর্থ বা কোন অর্থ পরিশোধ করেনি। ফলে ব্যাংকের ৯০৮৭.০২ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- ডেভেলপার কে ঋণ প্রদান করা হয় সাধারণত ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট ক্রয় ট্রেডিং ব্যবসার জন্য টার্ম ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- পরিবেশ আইনজীবী সংগঠন (বেলা) ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টে ২০১০ সালে রিট পিটিশন নম্বর ৬০৭২/২০১০ মামলা দায়ের করার পর উক্ত ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকের অর্থ তছরুপের শামিল।
- এ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্ট এন্ড টেকনোলজি লিঃ এর নিকট হতে ২৪০টি নির্মিত ফ্ল্যাটের সাথে সংযুক্ত ১৯৪.০৪ শতক জমি ক্রয় বাবদ ৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু এ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্ট এন্ড টেকনোলজির নিকট হতে অদ্যাবধি উক্ত ফ্ল্যাটসহ জমি ক্রয়ের রেজিষ্ট্রিশন করা হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা অর্জনের মূল দলিল ব্যাংকের নিকট সংরক্ষণ করা হয়নি। অর্থাৎ মূল দলিল ছাড়া ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীকৃত ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংকের সহিত ডিড অব মর্গেজ অদ্যাবধি সম্পাদন করা হয়নি।
- বন্ধকীকৃত জমির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বায়া দলিলসমূহ সংরক্ষণ করা হয়নি। ক্রেতারনামে ক্রয়কৃত জমির মিউটেশন করা হয়নি।
- বন্ধকীকৃত জমি ও ফ্ল্যাটের সঠিক মালিকানার ব্যাপারে আইনজীবীর সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণ করা হয়নি।
- শাখা কর্তৃক বন্ধকীকৃত জমির বর্তমান বাজার মূল্য ও মালিকানা ও দলিলসত্ব গ্রাহকের আছে কিনা উহা সরেজমিনে যাচাই না করে ঋণবিতরণ করা হয়েছে। যা প্রধান কার্যালয়ের ৩০/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৯৭৭৭এর পরিপন্থী।
- গ্রাহক ঋণ পাওয়ার জন্য সি আর জি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) ন্যূনতম ৭৫ প্রয়োজন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রথমে করা হয় ৫৮, পরে প্রণয়ন করা হয় ৭৩। গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকার পরও ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যবসাহীন কাজে এবং সম্পত্তির উপর মহামান্য আদালতের মামলা থাকার পরও ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা ব্যাংকের স্বার্থপরিপন্থী।
- সিঙ্গেল বরোয়ার হিসাবে গ্রাহক ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মোট ঋণ পাওয়ার যোগ্য ৫৪৬০.০০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের সকল নিয়মকানুন ভংগ করে ৪৬০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- আলোচ্য ঋণ গ্রহীতাকে কাওরান বাজার শাখা হতে ৮০০.০০ লক্ষ টাকা এসওডি ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত ঋণ হিসাবে ও ২১/৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১০৭৭.৫০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত ঋণ হিসাবে লিমিট অতিরিক্ত ২৭৭.৫০ লক্ষ টাকার সীমাতিরিক্ত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সুপারিশে বর্ণিত অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হলেও ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পরদিনই অর্থাৎ ৩১/০৭/২০১২ খ্রিঃতারিখে ৩১৪ তম সভায় ঋণ মঞ্জুর অনুমোদন করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- মহামান্য হাইকোর্টে মামলা থাকার পরও এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির বিরুপ মন্তব্য সত্ত্বেও টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়েছে। গ্রাহকের দুটি শাখায় দুটি ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় মন্দ ও ক্ষতিজনক দায় সৃষ্টি হয়েছে (৯০৮৭.০২+১০৭৭.৫০) বা ১০১৬৪.৫২ লক্ষ টাকা (বিবরণঃ পরিশিষ্ট "০৭" এ প্রদর্শিত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহককে বন্ধকী সম্পত্তির মূল দলিল, বায়া দলিল, মিউটেশন ও অন্যান্য ডকুমেন্টস জমা দেয়ার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। পরিবেশ আইনজীবী কর্তৃক রিট পিটিশনের সমস্যা সমাধানের জন্য বলা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় সত্ত্বর অনাদায়ী অর্থ আদায় ও অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৮।

শিরোনামঃ শাখা কর্তৃক ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করেই ঋণ বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৭৭৭.৮২ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার সি এল বিবরণী, ঋণের নথি ও ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- শাখায় গ্রাহক মেসার্স লিটল ওয়ার্ল্ড ১০/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অত্র শাখায় একটি চলতি হিসাব খোলেন। গ্রাহকের রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অভিজ্ঞতা না থাকার পরও ২৪/৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/ ২১১০৪/১৩৭৪২ এর মাধ্যমে নির্মিত ফ্ল্যাট ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা এস ও ডি ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক ১৭/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ২.৫০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে।
- ঋণ বিতরণের পূর্বে গ্রাহকের সিআই বি রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় নি এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সিআরজি প্রণয়ন করা হয়নি।
- মঞ্জুরী আদেশে বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধক না নিয়ে গ্রাহককে মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাহক পরবর্তী কালে যে জমি বন্ধক প্রদান করেছে অর্থাৎ দলিল নং ১৬৫০৯ তারিখ-১৬/০৯/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৩৯.২৪ শতক জমি, দলিল নং-৩৬৯৯, তারিখ ২৩/০২/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১৩৪.৩১ শতক ক্রয়কৃত জমি ও দলিল নং ৮৩৭ তারিখ ০৮/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত ৬ শতক জমি ঋণ বিতরণের পরে ক্রয় করা হয়েছে । উক্ত জমি ঋণ বিতরণের পরে ক্রয় করে ব্যাংকের নামে বন্ধক করা হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের অর্থে জমি ক্রয় করে ব্যাংকের নামে বন্ধক করণের সকল কার্যক্রম শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।
- গুলশান এলাকায় অবস্থিত ২১০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট অদ্যাবধি ব্যাংকের নামে বন্ধক সম্পাদন করা হয়নি।
- বন্ধককৃত ৩২৬ শতক জমি ও ২৩৯.৬৪ শতক জমি রূপসা সার্ভে কর্তৃক ৩০/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অর্থাৎ ঋণ বিতরণের দীর্ঘদিন পর অতিমূল্যায়ন করে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল্য ঋণাঙ্কের সমপরিমাণ সহায়ক জামানত দেখানো হয়েছে।
- গ্রাহকের ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না থাকার পরও শাখায় ১৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/গুল/অগ্রিম/ ২০১২/৬৭২৩ এর মাধ্যমে উক্ত ঋণ হিসাব ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। ঋণ হিসাবে গ্রাহকের কোন লেনদেন না থাকা সত্ত্বেও উক্ত ঋণ হিসাব নবায়ন করে ঋণের লিমিট পর্যন্ত বিতরণের সুবিধা প্রদান করা বিধিসম্মত নয়।

(খ)

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আজাদ ট্রেডিং লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ০৪/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং এইচও/সিসিডি/২০১১/২১০৯৪/১৩৭৪৩ এর মাধ্যমে আমদানিকারক ও পুরাতন গাড়ী বিক্রয় ব্যবসার জন্য ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণ এক বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টির পরও পুনরায় তা নবায়ন করা হয়। লিমিট অতিরিক্ত হওয়ার পরও ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না করায় এবং ৩০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবে ২৭৭.৯৫ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় আদায় ব্যতিরেকে নবায়ন করা হয়েছে। যা বিধি সম্মত নয়।

- ঋণ বিতরণের দীর্ঘদিন পরে অর্থাৎ ২৮/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বন্ধকী সম্পত্তির তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য নিরুপণ করে সম্পত্তির ১০০% সহায়ক জামানত হিসাবে অতিমূল্যায়ন করে দেখানো হয়েছে।
- অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (৫৩০০.৯৭+৩৪৭৬.৩৫) বা ৮৭৭৭.৮২ লক্ষ টাকা।

অনিয়মের কারণ :

- শাখা কর্তৃক ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করেই ঋণ বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি (৫৩০১.৪৭+৩৪৭৬.৩৫) বা ৮৭৭৭.৮২ লক্ষ টাকা **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০৮" এ প্রদর্শিত হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহকের ঋণ হিসাবদ্বয় খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে। ঘাটতি সহায়ক জামানত প্রদান ও ঋণের দায় পরিশোধের জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না করায় এবং অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৫—

অনুচ্ছেদঃ ০৯।

শিরোনামঃ অস্তিত্বহীন ও ঋণ প্রদানের যোগ্যতাবিহীন প্রতিষ্ঠানকে ভুয়া দলিলাদির মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৫১৫.০২ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার সি এল বিবরণী,ঋণের নথি, ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহক শাখায় ১১/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ২১১০-০১-০০০৪৬৮৮ নম্বর একটি চলতি হিসাব খোলেন। নবাগত গ্রাহক মেসার্স মা টেক্সটাইল লিঃ কে ট্রেডিং ব্যবসার মালামাল ক্রয়ের ও বাজারজাত করণের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ২৯/০৪/২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২১১১০/২০১২/৬৪৫৩ এর মাধ্যমে ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাঃ) এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- শাখার ১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ২৩৩৫তে উল্লেখ রয়েছে যে, গ্রাহকের বন্ধকীতব্য সম্পত্তির বাস্তব যাচাই করে সঠিকতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। গ্রাহকের ব্যবসার অবস্থা এবং পারফরমেন্স যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
- গ্রাহক যে একজন রপ্তানিকারক এ সম্পর্কিত ই আর সি (এক্সপোর্ট রেজিঃ সার্টিফিকেট) প্রদান করেনি।
- শাখার ১৪/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/গুল/এডিভি/২০১৩/৫৫৩৮ হতে দেখা যায় যে, শাখার কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের সরেজমিনে তদন্তে গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও গ্রাহকের আবাসিক ঠিকানা সব ভুয়া ও গ্রাহকের কোন হদিস নেই মর্মে মন্তব্য রয়েছে।
- শাখা হতে গ্রাহকের সহিত বারবার পত্র যোগাযোগ করা হলেও সবগুলো পত্রই ফেরত আসে।
- গ্রাহকের যে সকল জমি বন্ধক গ্রহণ করা হয়েছে তা বিজ্ঞ আইনজীবীর মতামত অনুসারে ভুয়া বা জাল দলিলের মাধ্যমে জমির মালিকানা প্রদর্শন করা হয়েছে।
- গ্রাহকের আই ডি নম্বর ১৯৭৫৩৯১০৭৩৫০০০২৩২ নির্বাচন কমিশন হতে ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
- গ্রাহক শাখার পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও এবং পূর্বে ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকায় অর্থাৎ আয়কর এর টি আই এন নম্বর ০৯/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে কর অঞ্চল-৬ ঢাকা হতে প্রথম ইস্যু করা হয়েছে। ফলে গ্রাহকের পূর্বে কোন ব্যবসার অস্তিত্ব ছিলো না।
- ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে গ্রাহকের সি আর জি প্রণয়ন করা হয় নি। ০৫/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রণয়ন কৃত সিআরজি মান ৫৪। ফলে গ্রাহক কোন অবস্থাতেই ঋণ পাওয়ার যোগ্য নয়।
- ভুয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের সিসি হাইপোঃ ঋণের ৭৩৮২.৮১ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- অপরদিকে গ্রাহকের এসওডি ঋণের দায় আদায় না হওয়ায় বা নিয়মিত লেনদেন না করার পরও শাখা ব্যবস্থাপক জনাব শিপার আহম্মেদ গ্রাহকের চলতি হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৪৬৬৮ তে কোন নগদ জমা না থাকার পরও ২৮/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৪/০৫/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৯৫৪.৭২ লক্ষ টাকা উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত হিসাবে ৩১/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১১৩২.২১ লক্ষ টাকা দায় স্থিতি রয়েছে। যা সম্পূর্ণ ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।
- এছাড়াও সিসি (হাইপোঃ) হিসাবে ঋণের লিমিট না থাকার পরও ২০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ ব্যাংকিং নিয়মের পরিপন্থী ।
- প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঋণ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা নেই মর্মে মন্তব্য থাকার পরেও ১৮/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণের সংগে সংগে ১৯/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩১১তম সভায় উক্ত ঋণ অনুমোদন করা হয়।
- ঋণ বিতরণের পর হতে ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন করেনি। শুধুমাত্র ৩০/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ৫.০০ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- প্রধান কার্যালয়ের ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর, ঋণ বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৮৫১৫.০২ লক্ষ টাকা ক্ষতি (বিবরণ পরিশিষ্ট "০৯" এ প্রদর্শিত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহকের ঠিকানা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঋণ হিসাবটি বর্তমানে মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় নিয়মিতকরণসহ সম্পত্তি বন্ধক নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রি:তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না করায় বিধি বহির্ভুতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ পুন: জবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১০।

শিরোনামঃ ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অন্য ব্যাংকের খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর, বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৮২৬১.০১ লক্ষ টাকা ক্ষতি ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ব্যাংকের গুলশান শাখার সি এল বিবরণী, ঋণের নথি এবং ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- শাখার গ্রাহক মেসার্স ফারসী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ ২৬/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে একটি চলতি হিসাব খোলেন। তার হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৩৮৬৩। সোনালী ব্যাংক লিঃ রমনা কর্পোরেট শাখার খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে গ্রাহক সাউদার্ন মেরিন শীপ বিল্ডার্স এর নিকট হতে ৩টি কোষ্টাল কার্গো ভেসেল ক্রয়ের নিমিত্ত ঋণের আবেদন করলে শাখার ক্রেডিট কমিটি গ্রাহকের সি আর জি প্রণয়ন ব্যতীত ও সি আই বি রিপোর্ট সংগ্রহ না করে জাহাজ ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২৭/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১০০% সহায়ক জামানত ব্যতীত ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে। শাখার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩০৩তম বোর্ড সভায় তা অনুমোদন করা হয়। পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক একদিনের মধ্যেই ঋণ অনুমোদন করা হয়। যা ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী। প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১২/৪০৬ তারিখ ০৪/০১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১০০% সহায়ক জামানত না রাখার শর্তে অন্য ব্যাংকের শ্রেণীকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে ৩টি কার্গো ভেসেল ক্রয়ের জন্য ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ৫ বছর মেয়াদে টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়। খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭ক ক শর্ত অনুসারে ঋণ বিতরণযোগ্য নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন ভংগ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রাহক মেসার্স সাউদার্ন মেরিন শীপ বিল্ডার্স এর নিকট হতে এমভি নীলা মেহনাজ, এমভি জেসমিন, এম ভি ফারসী প্রতিটা ৩০০.০০ মেট্রিক টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি কার্গো ভেসেল ক্রয়ের জন্য ১৫/১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু ০২/০২/২০১২ খ্রিঃতারিখের শাখা ব্যবস্থাপকের পরিদর্শন রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, অন্য কোম্পানী মেসার্স ইউনুস এন্ড সন্স এর এমভি নিউটর-৬,এমভি মাষ্টার-নীহান নুসরাত এম-৭৮১৮৩ ও এমভি সৃষ্টি সোহান এম-৭৬৫১ তিনটি কার্গো নদীতে ভাসমান দেখতে পান। কিন্তু অভ্যন্তরীন নৌ-কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন হতে দেখা যায় যে মেসার্স শহীদবাগ ট্রেডিং কর্পোরেশন এর মালিক জনাব হাজী আব্দুল ওয়াহিদ মিয়া এর নিকট হতে এমভি মাষ্টার নিহান নুসরাত ৬, এমভি সেভেন জুয়েল ক্রয় করা হয়েছে।
- মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুসারে ৩টি জাহাজ ক্রয়ের পরিবর্তে ২টি জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, ঋণের টাকা সঠিকখাতে ব্যবহার করা হয়নি।
- রিপেমেন্ট সিডিউল অনুযায়ী এপ্রিল/২০১৩ হতে এপ্রিল/২০১৪ পর্যন্ত ১৩টি প্রতিটি মাসিক কিস্তি ১১০.২৩ লক্ষ টাকা হিসাবে ১৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য হলেও আদায় হয়েছে মাত্র ১.০০ লক্ষ টাকা। জাহাজের আয় বাবদ অর্থ গ্রাহকের চলতি হিসাবে জমা হয়নি। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবটি ইতোমধ্যে ৪৪৪৮.৭৯ লক্ষ টাকা মন্দ ও কু ঋণে পরিণত হয়েছে।
- বন্ধকীকৃত ৮৩.০০ শতাংশ জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য ৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত টাকার বিপরীতে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ২৫৫২.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত ঘাটতি রাখা হয়।

(খ)

- শাখার অপর গ্রাহক মেসার্স ল্যাবস এন্টারপ্রাইজ লিঃ কে আমদানি রপ্তানি ব্যবসার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব বিভাগ অঞ্চল-৯ গুলশান কর্তৃক ০১/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে একটি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ট্রেড লাইসেন্স নং-০৯৪৬২৬১। গ্রাহক অত্র শাখায় ০৪/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে একটি চলতি হিসাব খোলেন। চলতি হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৩৫৫৯। মেসার্স সাউদার্ন মেরিন শীপ বিল্ডার্স এর নিকট হতে ৩টি কোষ্টাল কার্গো ক্রয়ের জন্য শাখায় আবেদন করলে শাখা কর্তৃক সহায়ক জামানত ঘাটতি রেখে ২৭/৩/২০১২ খ্রিঃতারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।শাখার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২৮/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩০৯ তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে একজন নতুন আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ীকে তিনটি কার্গো ক্রয়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি /২০১২/৫২০৩, তারিখ ০৫/৪/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়। যা ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।

- গ্রাহককে নতুন কার্গো ক্রয়ের জন্য ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হলেও নথি হতে দেখা যায় যে, মেসার্স ভাই ভাই শিপিং লাইনস এর মালিকানাধীন এমভি মাগফিরাত এম-১২৯১৬ নামের পুরাতন একটি কার্গো ক্রয় করা হয়।একটি পুরাতন কার্গো ক্রয়ের বিপরীতে ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়। যা তার প্রাপ্যতা অপেক্ষা বেশি।
- গ্রাহক জাহাজ ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়ে জাহাজ ব্যবসার মালিকানা আলম শিপিং লাইনের নিকট তার সমস্ত দায় দেনা সহ বিক্রয় করার জন্য আবেদন করে। প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১৪/১৮০ তারিখ ০৬/১/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স ল্যাবস এন্টারপ্রাইজের ব্যাংকের দেনা সমন্বয় না করে শাখার অপরিচিত গ্রাহক বি আলম শিপিং লাইনস এর নামে স্থানান্তর করা হয়। প্রাপ্যতা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ৩৮১২.২২ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত। এক্ষেত্রে সহায়ক জামানত ঘাটতি রয়েছে ২৯৩০.৮০ লক্ষ টাকা।
- ব্যাংকের টাকায় ক্রয়কৃত ২টি প্রতিষ্ঠানের জাহাজ অদ্যাবধি ব্যাংকের নামে রেজিঃ বন্ধক করা হয়নি। ফলে উক্ত জাহাজের মালিকানা ব্যাংকের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
- ২ টি ঋণ হিসাবে ১৭.৪.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত (৪৪৪৮.৭৯+৩৮১২.২২) বা ৮২৬১.০১ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অন্য ব্যাংকের খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর, বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৮২৬১.০১ লক্ষ টাকা ক্ষতি (বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ প্রদর্শিত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অবশিষ্ট জাহাজ ক্রয় করে ব্যাংকের নামে যৌথ নিবন্ধনসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস শাখায় জমা দানের জন্য বলা হয়েছে। ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধক প্রদান এবং মন্দ ও কু-ঋণের দায় পরিশোধের জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় ও অনিয়মের বিষয়ে ব্যাংকের বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জবাব প্রদানের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১১।

শিরোনাম: পূর্বে ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও নিয়মিত লেনদেন না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৯৯৭.৯৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, সিএল বিবরণী, লেনদেন বিবরণী ও ডকুমেন্টস নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক)

- শাখার গ্রাহক মেসার্স শামস ট্রেডিং এর ট্রেড লাইসেন্স হতে দেখা যায় যে, গ্রাহক ২০১২ সন হতে ব্যবসা শুরু করেছে। ২০১২ সালের পূর্বে গ্রাহকের কোন ব্যবসা ছিলো না। এছাড়াও ১৫/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সি আর জি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) প্রণয়ন করা হয় ৬৩। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সিআরজি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) প্রয়োজন ৭৫। ফলে গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের ২২/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২১১৩৪/২০১৩/৮৯৮০ এর মাধ্যমে ট্রেডিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য গ্রাহককে ৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। শাখার একজন নতুন গ্রাহককে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এত বিপুল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- ঋণ বিতরণের পর হতে ১৯/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন করেনি। এছাড়াও শাখা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুজে পায়নি।
- ঋণের বিপরীতে ১৬৫৬.০০ শতক জমি বন্ধক নেয়া হয়েছে। উক্ত জমির মূল্য শাখার মূল্যায়ন অনুযায়ী (১৬৫৬.০০×৬০০০০.০০) বা ৯৯৩.৬০ লক্ষ টাকা। ২৫০৬.৪০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত ঘাটতি রেখে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৩৬৫২.৯৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

(খ)

- শাখার অপর গ্রাহক মেসার্স আর্কাদিয়া ডেভেলপমেন্ট লিঃ কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ২৩/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১২/১৭৬১০ এর মাধ্যমে টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার সবনিম্ন সি আর জি স্কোর প্রয়োজন ৭৫। অথচ গ্রাহকের সি আর জি ৬২ হওয়ার পরও ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- ঋণ বিতরণের পর হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণের ৮টি মাসিক কিস্তি পরিশোধযোগ্য হলেও ঋণ হিসাবে গ্রাহক কোন টাকাই পরিশোধ করেনি। ফলে প্রমাণিত হয় যে, সঠিকভাবে গ্রাহক নির্বাচন করা হয় নি এবং শাখা হতে ঋণের দায় পরিশোধের জন্য কোন তদারকি করা হয় নি। ফলে ৩৭২.৩৯ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

গ)

- শাখার অপর নবাগত গ্রাহক মেসার্স ফোর স্টীল ২৪/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ষ্টীল ব্যবসা শুরু করার কারণে ও গ্রাহক ব্যবসার পারফরমেন্সের পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয় উল্লেখ করে শাখা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করার পরও প্রধান কার্যালয়ের ২৮/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১৩/১৩৪৩২ এর মাধ্যমে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এসওডি ঋণ এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়।
- ঋণ বিতরণের পর হতে গ্রাহক অদ্যাবধি ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন করেনি।
- শাখার ১১/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ৪৭২২ হতে দেখা যায় শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রাহকের প্রদেয় তথ্য অনুযায়ী গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব খুজে পায়নি মর্মে মন্তব্য প্রদান করা হয় এ ছাড়া নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য সিসি বা এসওডি ঋণ প্রদান করার কোন সুযোগ নেই। উক্ত ব্যবসা স্থায়ী ও চলমান ব্যবসা নয় মর্মে মন্তব্য থাকার পরও শাখা হতে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এস ও ডি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং তা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ৩১১৩.৬৭ লক্ষ টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- বাড্ডা এলাকায় অবস্থিত ১৮.১৫ শতক জমি বন্ধক নেয়া বিবেচনা করা যায় না মর্মে আইনজীবী আবু জাফর মোঃ মহিউদ্দিন ০৩/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে লিখিতভাবে জানানোর পরও উক্ত জমি বন্ধক নেয়া হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদানের বিপরীতে ডিড অব মর্গেজ নকলের কপি ও পাওয়ার অব এটর্নি এবং বন্ধকী সম্পত্তির বায়া দলিল ব্যাংকের নিকট সংরক্ষণ করা হয় নি। ঋণের বিপরীতে কোন দলিলাদি ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষণ করা ছাড়াই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

ঘ)

- শাখার গ্রাহক মেসার্স বেনিসন ইন্টারন্যাশনালকে আটা, ময়দা ও সয়াবিন তেল বাজারজাতকরণের জন্য ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে ৫০০.০০ লক্ষ টাকায় সিসি হাইপো ঋণ প্রধান কার্যালয়ের ১৭/৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং

বেসিক/এইচও/আইসিডি /২০১১/১৩১৩৪ এর মাধ্যমে নবায়ন করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হয়েছে। একইভাবে এসটিএল ঋণের অর্থ মেয়াদোত্তীর্ণের পরও পরিশোধ না করায় ৫১.৪১ লক্ষ টাকা ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হয়েছে। গ্রাহকের ঋণ হিসাবে (৮০৭.৫৪ লক্ষ +৫১.৪১ লক্ষ) বা ৮৫৮.৯৫ লক্ষ টাকার দায় সৃষ্টি হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়ম উত্থাপন করে প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক ঋণ প্রদানের সুপারিশ না করার পরও বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণ কে ঋণ মঞ্জুর করায় ক্ষতির দায় ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের উপর বর্তায়।

অনিয়মের কারণ :

- পূর্বে ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও নিয়মিত লেনদেন না করায় ব্যাংকের ক্ষতি (৩৬৫২.৯৪ লক্ষ +৩৭২.৩৯ লক্ষ +৩১১৩.৬৭ লক্ষ +৮৫৮.৯৫ লক্ষ) বা ৭৯৯৭.৯৫ লক্ষ টাকা (বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ প্রদর্শিত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরী আদেশের প্রেক্ষিতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঘাটতিকৃত সহায়ক জামানত বন্ধক দেয়ার জন্য গ্রাহকদেরকে তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং নিয়মিত লেনদেন করার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে। তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক নিয়ম বর্হিভূত ভাবে উক্ত ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত ছিলো।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় অনাদায়ী অর্থ আদায়সহ উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ব্যাংকের বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধিবর্হিভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১২।

শিরোনাম: প্রকল্পে ব্যাংকের ইকুইটি নির্ধারণ না করেই ঋণ মঞ্জুর, ক্ষমতা বর্হির্ভূতভাবে চলতি হিসাব হতে অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান, ঋণ প্রদানের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ প্রদান,শাখা কর্তৃক আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনঃঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৯৬১.৯৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, সিএল বিবরণী, লেনদেন বিবরণী ও ডকুমেন্টস নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার নবাগত গ্রাহক মেসার্স প্রফিউশন টেক্সটাইল মিলস লিঃ কে ১০০% সূতা উৎপাদনমুখী টেক্সটাইল মিল স্থাপনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ১৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/১৪২৭৮ এর মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ১২০০.০০ লক্ষ টাকা ফ্যাক্টরীর ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয়। একইভাবে প্রধান কার্যালয়ের ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৭৪৪৭ এর মাধ্যমে বৈদেশিক যন্ত্রপাতি আমদানী ও ইটিপি স্থাপনের জন্য মোট (১০০০.০০+৫০০.০০) = ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা টার্ম লোন ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে পুনরায় প্রধান কার্যালয়ের ৩০/৬/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ১১৬৩৮ নং পত্রের মাধ্যমে মেশিনারী ক্রয়ের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা টার্মলোন, এল সি লিমিট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা, এস ও ডি ঋণের লিমিট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ও ব্যাক টু ব্যাক এলসির লিমিট ১০০০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উপরোক্ত ঋণমঞ্জুরীর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের টেক্সটাইল মিল স্থাপনের ও পরিচালনার জন্য প্রকল্প ব্যয়ের কোন্ কোন্ খাতে গ্রাহক ও ব্যাংক কত অংশ বিনিয়োগ করবে তা নির্ধারণ না করেই মোট টার্মলোন ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা, চলতি মূলধন ৪০০.০০ লক্ষ টাকা, আমদানি এলসি লিমিট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত।
- গ্রাহক ১৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে শাখায় ২১১০-০১-০০০৩৯২৮ নম্বরের একটি চলতি হিসাব খোলেন। উক্ত হিসাবে অর্থ জমা না থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতা বর্হির্ভূতভাবে ২০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করে। উক্ত খাতে ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২২৯.৪৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- শাখা ব্যবস্থাপকের ঋণ প্রদানের কোন আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও শাখা হতে এল টি আর ঋণ বাবদ ৪৭.০৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ক্যাশ এলসি এটসাইট এর আমদানিকৃত মালামালের মূল্য শাখা হতে নগদে আদায় না করেই ডকুমেন্টস ছাড় করা হয়েছে। শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বর্হির্ভূতভাবে এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করে গ্রাহককে অবৈধ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ৯৩.০০ লক্ষ টাকার এস টি এল ঋণ বিতরণ করে গ্রাহককে অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- ঋণের নিয়মিত কিস্তির অর্থ আদায় না করে সিসি হাইপোঃ ঋণ ৪০০.০০ লক্ষ ও এস ও ডি ঋণ বাবদ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ বিধি বর্হির্ভূতভাবে বিতরণ করা হয়েছে।
- সিঙ্গেল বরোয়ার হিসাবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সমঝোতা স্মারক Memorandum of Under - standing (MOU) এর শর্তানুসারে ব্যাংকের ক্যাপিটালের ১০% হিসাবে ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকার বেশি ঋণ প্রাপ্য নয়। অথচ উক্ত নিয়ম ভঙ্গ করে গ্রাহককে মোট ৭৯৬১.৯৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে গ্রাহককে ২৫৬১.৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বিতরণ করা হয়েছে।
- ২১০২-০৮-০০০০০৪৪ নং টার্মলোন হিসাবে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধের জন্য টার্মলোন মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ২৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধের পরিবর্তে প্রকল্প বর্হির্ভূত কাজে ব্যবহারের জন্য ৬০.০০ লক্ষ টাকা চলতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ বিধিবর্হির্ভূত হিসেবে গণ্য।
- ২১০২-০৮-০০০০০৩৯ নং হিসাবে ইটিপি স্থাপনের জন্য ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, ইটিপির যন্ত্রপাতি আনার জন্য ক্রেতাকে পে-অর্ডার প্রদান না করে গ্রাহকের সিডি হিসাবে ১৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে টার্মলোনের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হয়নি।
- এসওডি ঋণ হিসাবে ০৪/১২/২০১৩ ও ০৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে লিমিট অতিরিক্ত (৩০.০০+৪০.০০) = ৭০.০০ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিধিবর্হির্ভূতভাবে প্রদান করা হয়েছে। ২৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ৭১৮.৮০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

- সিসি হাইপোঃ ঋণ হিসাবে ১৮/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিয়ম বর্হির্ভূতভাবে লিমিট অতিরিক্ত ২৫.৮৫ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ঋণ হিসাবে ৩১/৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ৫১৩.২৪ লক্ষ টাকা দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পে ব্যাংকের বিনিয়োগের ইকুইটি নির্ধারণ না করার কারণে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে উর্পযুপরি ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৯৬১.৯৯ লক্ষ টাকা।
- গ্রাহকের লোকাল কেমিক্যাল আমদানির জন্য এলসির একসেপটেন্স প্রদান করা হলে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য পরিশোধ না করায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণের চেয়ে সহায়ক জামানত (৭৯৬১.৯৯ লক্ষ টাকা-৬৫১০.৮৭ লক্ষ টাকা) বা ১৪৫১.১২ লক্ষ টাকা ঘাটতি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- প্রকল্পে ব্যাংকের ইকুইটি নির্ধারণ না করেই ঋণ মঞ্জুর, ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে চলতি হিসাব হতে অতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা প্রদান, ঋণ প্রদানের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ প্রদান, শাখা কর্তৃক আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও পুন:ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ৭৯৬১.৯৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি (বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" এ প্রদর্শিত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহকের ঋণ হিসাবসমূহ শ্রেণীকৃত করা হয়েছে। ঋণের দায় সমন্বয়সহ নিয়মিত করণ, ১০০% সহায়ক জামানত প্রদান এবং টি ও ডি দায় সমন্বয় করার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় আপত্তিতে বর্ণিত মন্দ ও কু-ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য শাখা কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার স্বপক্ষে প্রমানক এবং একই সঙ্গে ভুয়া গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে ব্যাংকের বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ পুন:জবাব প্রদানের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বিধিবর্হির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৬—

অনুচ্ছেদঃ ১৩।

শিরোনামঃ অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৯৭৮.৪৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, সি এল বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স মনিকা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকের পরীক্ষিত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও এবং আমদানি রপ্তানি ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকার পরও ২০১২ সালে ব্যবসার নতুন ট্রেড লাইসেন্স করার পর প্রধান কার্যালয়ের ১৬/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/ এইচও/সিসিডি/২০১৩/২১১২৭/৯৫৬ এর মাধ্যমে মেসার্স মনিকা ট্রেডিং কে এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা এস ও ডি ঋণ মঞ্জুর করা হয়। শাখার সুপারিশ পত্রে গ্রাহকের ব্যবসার পারফরমেন্স,বন্ধকী সম্পত্তির প্রয়োজনীয় দলিলাদি গ্রাহক সরবরাহ না করায় এবং আমদানি রপ্তানি ব্যবসার অস্তিত্ব ও পারফরমেন্স সম্পর্কে কোন প্রমাণক উপস্থাপন না করার পরও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বিপুল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- গ্রাহকের জাতীয় পরিচয় পত্র নং-২৬৯১৮৪৯৪২৩১৯৩ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- গ্রাহক ২৫/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ২১১০-০১-০০০৫৪০০ নং চলতি হিসাব খোলার পর হতে উক্ত হিসাবে কোন অর্থ জমা না থাকা সত্ত্বেও ০৬/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৯/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৮৮.২০ লক্ষ টাকা শাখা ব্যবস্থাপক জনাব শিপার আহমেদ, ডিজিএম কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সুদ আরোপ করায় উক্ত চলতি হিসাবে ২২৩.৬৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রাহকের আমদানি ও রপ্তানির জন্য কোন সার্টিফিকেট ইস্যু না করা সত্ত্বেও ঋণ মঞ্জুর করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- গ্রাহকের বন্ধকী সম্পত্তির ১৪৪২.১৬ শতাংশ জমি ঋণ বিতরণের পরে ক্রয় করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঋণের অর্থে জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং ঋণ বিতরণের পূর্বে গ্রাহকের সম্পূর্ণ বন্ধকী সম্পত্তির কোন বৈধ মালিকানা ছিল না। ব্যাংক কখনো জমি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে জমি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা বি আর পিডি সার্কুলার ১৬/২০১০ এর পরিপন্থী।
- গ্রাহকের সি আর জি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) মান ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭৫ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আলোচ্য গ্রাহকের সি আর জি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) ৭১ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে উক্ত ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ৭৭৫৪.৮০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহকের ঋণ হিসাব মেয়াদোত্তীর্ণের পর ২৭/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ২.০০ লক্ষ ও ২৭/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ৩.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। গ্রাহক ঋণ হিসাবের দায়, চলতি হিসাবে দায় সমন্বয় না করায় ও গ্রাহকের ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকায় ব্যাংকের (৭৭৫৪.৮০+২২৩.৬৭) বা ৭৯৭৮.৪৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।
- বন্ধকী সম্পত্তির সঠিক মালিকানা নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত শাখা কর্তৃক যাচাই করা হয়নি। যা প্রধান কার্যালয়ের ৩০/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ৯৭৭৭এর পরিপন্থী।
- অপরদিকে বন্ধকীকৃত জমির মুল্য শাখা কর্তৃক নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত মূল্যায়ন করা হয়নি যা প্রধান কর্যালয়ের ১৩/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ৩২৯৬ এর পরিপন্থী।
- প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সকল ঝুঁকি বিদ্যমান রেখে অর্থ প্রদান করা হলেও তা ফেরত আনার সম্ভাবনা নেই এবং গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার কোন যোগ্যতাও নেই, এমন মন্তব্য থাকার পরও ঋণ প্রদান করায় প্রমাণিত হয় যে, ০৩/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৩১৭তম সভার চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ উক্ত ক্ষতির জন্য সরাসরি দায়ী।

অনিয়মের কারণ :

- গ্রাহকের ব্যবসার কোন অস্তিত্ব না থাকা এবং ঋণ প্রাপ্যতার যোগ্যতা না থাকার পরও আমদানী রপ্তানী ব্যবসার নামে এসওডি ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ ও চলতি হিসাবে স্থিতি না থাকার পরও উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় এবং সর্বশেষ জাতীয় পরিচয়পত্র নং ভুয়া হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৯৭৮.৪৭ লক্ষ টাকা (বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" এ প্রদর্শিত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাংকের সার্ভেয়ার দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় জমির মালিকানা ও মূল্য নির্ধারণ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করণের জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে খেলাপী ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন কিছু উল্লেখ না থাকায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় এবং ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী ঋণ বিতরণ ও চলতি হিসাব হতে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ পুন:জবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বিধিবর্হির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১৪।

শিরোনাম : সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৮৯৩.৫৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, সি এল বিবরণী, শীর্ষ ঋণ গ্রহীতাদের নথি, লেনদেন বিবরণী, ডকুমেন্টস এবং মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স এশিয়ান ফুড ট্রেডিং এন্ড কোং এর মালিক জনাব মোঃ আব্দুল বারী খানকে খাদ্য জাতীয় দ্রব্য সরবরাহকারী হিসাবে ১১/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ট্রেড লাইসেন্স নং-০৯৪১৪৩৯ ইস্যু করা হয়। গ্রাহক ২৫/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে একটি চলতি হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৫১৪২ খোলেন। ব্যবসার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও একজন নবাগত অপরিচিত ব্যবসায়ীকে ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধকী ও হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট প্রদানের শর্তে শাখার ৩০/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৩১/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১৪তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১২/২১১২১/১৩৪৫৯/, তারিখ-০৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে একজন নতুন ব্যবসায়ীকে সিআরজি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) ব্যতীত এস ও ডি ঋণ বাবদ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ঋণের প্রস্তাব প্রেরণের পরদিনই ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসার অস্তিত্ব ও সহায়ক জামানতের মালিকানা ও মূল্য যাচাই করা হয়নি।
- ডকুমেন্টেশন নথি হতে দেখা যায় যে, মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুসারে ১০০% সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক সঠিক মূল্যায়ন না করে এবং সিআইবি প্রতিবেদন ব্যতীত গ্রাহককে সম্পূর্ণ অনিয়মিত ভাবে ঋণবিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণের অর্থ উত্তোলন করে যে উদ্দেশ্যে ঋণমঞ্জুর করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ না করে জমি ক্রয় করে ব্যাংকে বন্ধক নেয়া হয়েছে। গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাহক ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় ও ঋণের কোন অর্থই পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ ও খেলাপী ঋণেপরিণত হয়েছে।
- সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, ঋণের অর্থে মালামাল ক্রয় করা হয়নি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিস থাকলেও ব্যবসার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপি ডি সার্কুলার নং-১৬/১০ অনুযায়ী ঋণের অর্থে জমি ক্রয় করে বিনিয়োগ করা যাবে না কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এস ও ডি ঋণের অর্থে জমি ক্রয় করে ব্যাংকে রেজিষ্ট্রি বন্ধক করা হয়েছে। যা বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/১০ এর পরিপন্থী।
- প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সুপারিশে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে কোন ঋণ প্রদানের যৌক্তিকতা না থাকা সত্ত্বেও পরিচালনা পরিষদের ৩১/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৩১৪তম সভায় উক্ত ঋণ অনুমোদন করা হয়।

অনিয়মের কারণ :

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত পিসি ও এসটিএল ঋণ বিতরণ, ত্রুটিপূর্ণ সম্পত্তি বন্ধক রেখে টার্মলোন, সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৮৯৩.৫৭ লক্ষ টাকা **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪" এ প্রদর্শিত হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- বন্ধকী সম্পত্তির অতিরিক্ত আরও সম্পত্তি বন্ধক প্রদান করে ঋণ হিসাবটি ১০০% সহায়ক জামানত প্রদানের জন্য গ্রাহককে পত্র মারফত তাগাদা দেয়া হয়েছে। বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানার সঠিকতা যাচাই বাছাইয়ের জন্য শাখায় প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। অস্তিত্ব বিহীন গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে জবাবে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অনাদায়ী অর্থ অতিসত্ত্বর আদায়পূর্বক উহার প্রমাণকসহ অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুন:জবাব প্রদানের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৫।

শিরোনামঃ প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত এবং ক্রটিপূর্ণ সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণমঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৩০৬.৩১ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, সিএল বিবরণী, ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি এবং শীর্ষ ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স তাহমিনা ডেনিম লিঃ এর মালিক জনাব কামাল হোসেন মোল্লা ২৬/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে একটি চলতি হিসাব নং ২১১০-০১-০০০৩৩৫৬ খোলেন। গ্রাহকের ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং (সিআরজি) স্কোর ৬৮। যা ঋণ পাওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। ঋণ পাওয়ার জন্য সিআরজি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) স্কোর প্রয়োজন ন্যূনতম ৭৫। ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ১৪/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে শাখার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯৩তম বোর্ড সভায় ঋণ অনুমোদন করা হয়। ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার পূর্ব নরসিংহপুর মৌজার ৭১৮.০০ লক্ষ টাকার ৮৯.৭৬ শতাংশ জমির দলিল ও পর্চা আইনজীবী কর্তৃক ক্রটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করার পরও প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং বেসিক/এইচও /আইসিডি/২০১১/১২৪২৭ তারিখ-০২/০৮/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টার্মলোন বাবদ ১১০০.০০ লক্ষ টাকা, ৫(পাঁচ বছর) মেয়াদে সিসি হাইপো ৩০০.০০ লক্ষ টাকা, ব্যাক টু ব্যাক এলসি লিমিট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং পিসি লিমিট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। টার্ম লোনের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পত্র নং বেসিক/গুল/এ্যাড/২০১২/৩৬২৪ তারিখ ০৩/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রেস পিরিয়ড ৬মাস হতে ১২ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং টার্মলোনের কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ও সিসি ঋণের লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়ার পরও পত্র নং- বেসিক/গুল/আইসিডি/২০১৩/৮৩২১/ তারিখ ২৯/০৯/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিসি বিবিএলসি এবং পিসি ঋণের মেয়াদ ১৫/১২/২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
- পিসি ঋণের ১৫/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে ০৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ১০/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৪৮.৫৬ লক্ষ টাকা এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই ১০/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৬০.০০ লক্ষ টাকার এস টি এল ঋণ বিতরণ করা হয়। যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী। পিসি এবং এসটিএল ঋণ হিসাব সমূহ ইতিমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ডিএফ মানে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।
- **গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাসাভী** ফ্যাশন লিঃ ও মেসার্স তাহমিনা নীট ওয়্যার নামে সিআইবি রিপোর্টে ডিএফ মানে খেলাপী ঋণ থাকা সত্ত্বেও ২০১৩ সালে ১১টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয় এবং এলসির বিপরীতে মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের হিসাবে ৬৯৭.৭৫ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি দায় পরিশোধ করা হয়। ফলে টার্মলোন ১৩৭৭.০০ লক্ষ টাকা, সিসি ৪৪০.০০ লক্ষ টাকা, পিসি ১১৭.৪৭ লক্ষ টাকা ও এসটিএল ৬৫.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৬৯৭.২১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- লেনদেন বিবরণী হতে দেখা যায় যে, সিসি হিসাবে লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ২৫/০৫/১২ খ্রিঃ তারিখের ৩১৩তম বোর্ড সভার অনুমোদন ক্রমে পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১২/২১০৯৩/৯৭৪৩ তারিখ-১৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স ভাসাবী ফ্যাশন লিঃকে ঋণ সীমা ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ৩১/১২/২০১২খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন দেয়া হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৮/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের সিআইবি রিপোর্টে ঋণ হিসাব ডিএফ মানে শ্রেণীকরণ এবং সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ০২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৩২১তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে পত্র নং- বেসিক/এইচও/সিসিডি/২১০৯৩/২০১৩/৫৫৫৮ তারিখ-০২/০৪/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণসীমা ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ২২০০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে ১৫/১১/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়।কিন্তু গ্রাহক উত্তোলন সুবিধা নেয়ার পর ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় ৩০৬৮.১১ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত। ফলে টার্মলোন বাবদ ১৩১০.২৩ লক্ষ টাকা এবং সিসি ঋণ বাবদ ৩০৬৮.১১ লক্ষ টাকা সহ মোট ৪৩৭৮.৩৪ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- গ্রাহকের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স তাহমিনা নীট ওয়্যার লিঃ এর টার্মলোন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডিএফ মানে শ্রেণীকরণ এবং অপর দুই প্রতিষ্ঠান মেসার্স তাহমিনা ডেনিম লিঃ ও মেসার্স ভাসাবী ফ্যাশন লিঃ এর টার্মলোন বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের সি আই বি রিপোর্টে ডি এফ মানে শ্রেণীকরণ থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে ৬ টি এস টি এল ঋণ বাবদ ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল, মাসে ২০৫.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। যা ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭কক ধারার পরিপন্থী। ইতোমধ্যে ঋণ হিসাবসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে। ফলে ২৩০.৭৬ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

- ঋণের দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহক এবং তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত পিসি ও এস টি এল ঋণবিতরণ,ভুয়া সম্পত্তি বন্ধক রেখে টার্মলোন ও সিসি ঋণ মঞ্জুর করতঃ, বিতরণ করায় (২৬৯৭.২১+৪৩৭৮.৩৪+২৩০.৭৬) বা ৭৩০৬.৩১ লক্ষ টাকা ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন। **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১৫" এ প্রদর্শিত হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহকের ১১টি ডিমান্ড লোনের ডাউনপেমেন্ট জমা প্রদান করায় পুনঃতফসিলের প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। টার্মলোনের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছে। সিসি হাইপোঃ ঋণ হিসাব নিয়মিত করার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃতারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে অস্তিত্ববিহীন গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি উল্লেখ করা হয়নি। অনাদায়ী অর্থ অতিসত্ত্বর আদায়পূর্বক উহার প্রমানকসহ অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুন:জবাব প্রদানের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১৬।

শিরোনাম :প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সুপারিশ না করা সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৭০৭.৫১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, লেনদেন বিবরণী ও ডকুমেন্টস নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স সুরমা ষ্টীল এন্ড ষ্টীল ট্রেডিং কোং লিঃ ০৬/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে শাখায় চলতি নং-২১১০-০১-০০০৫৩৪৫ হিসাব খোলেন। শাখা হতে ঋণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় ২৮/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ এবং ০২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অর্থাৎ একদিন পরেই তড়িঘড়ি করে ও সহায়ক জামানত ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহকের ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে সিআরজি ০২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রণয়ন করা হয় ৬৪ এবং ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রণয়ন করা হয় ৬২। গ্রাহক সিআরজি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) সর্বনিম্ন ৭৫ না হলে ঋণ পাওয়ার যোগ্য নয়। প্রধান কার্যালয়ের ০৭/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২১১২৭/২০১৩/৪০৭৩ এর মাধ্যমে ও ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের ৩২১তম সভার অনুমোদনক্রমে গ্রাহককে ষ্টীল ব্যবসার জন্য এক বছর মেয়াদে ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকার এস ও ডি ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় ৬৭০৭.৫১ লক্ষ টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীকৃত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে। শাখা কর্তৃক ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বন্ধকী সম্পত্তির বাজারমূল্য নিরুপণ করা হয় ৯৭২.১২ লক্ষ টাকা। অথচ ৪৫২৭.৮৮ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত ঘাটতি রেখে শাখা হতে ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী।
- আলোচ্য গ্রাহকের বন্ধকী ৬৬৫.৫৮ শতক জমি ২০১২খ্রিঃ ও ২০১৩খ্রিঃ সালে ২২৭.৬০ লক্ষ টাকার দলিল মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জমি যে সকল বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয় করা হয়েছে যার মালিকানা স্বত্বের মূল দলিল শাখায় সংরক্ষণ করা হয় নি। উক্ত সম্পত্তির মূল্য শাখা কর্তৃক ৯৭২.১২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
- গ্রাহকের বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সঠিক আছে কিনা উহা সরেজমিনে যাচাই বাছাই না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যা প্রধান কার্যালয়ের ৩০/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- বেসিক/এইচও/ডিএমডিএস/২০০৭/৯৭৭৭ এর পরিপন্থী।
- গ্রাহক এক বছরের মধ্যে ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না করায় ঋণের টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহক ঋণের দায় নিয়মিত পরিশোধ না করার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি ঋণ মঞ্জুরীর সুপারিশে উল্লেখ করেছে যে, বর্ণিত অনিয়মের কারণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ঋণ প্রদানের কোন যৌক্তিকতা নেই।

অনিয়মের কারণ :

- প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ঋণ প্রদানের সুপারিশ না করায়,নতুন গ্রাহকের ব্যবসায়িক যোগ্যতা না থাকায় এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি **৬৭০৭.৫১ লক্ষ টাকা (বিবরণ পরিশিষ্ট "১৬" এ প্রদর্শিত হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ হিসাবটি নিম্নমান হিসাবে শ্রেণীকৃত, ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয়সহ নিয়মিত করণের এবং অতিরিক্ত সম্পত্তি বন্ধক দেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। সাড়া পাওয়া না গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে গ্রাহকের ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের সাফল্যজনক অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ না থাকায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রমানক এবং অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমানকসহ পুন:জবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- বিধিবর্হির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১৭।

শিরোনাম : অন্য ব্যাংকের বন্ধকী সম্পত্তি সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান এবং ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৪৫০.৭০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি, ঋণের সি এল বিবরণী, লেনদেন বিবরণী, এবং ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স এস এ ট্রেডার্স এর মালিক জনাব সাজ্জাদ আসাদুল্লাহ সিনহা ১৬/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৫ হাজার টাকা জমা দিয়ে একটি চলতি হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৫৩৭১ খোলেন। চলতি হিসাবে কোন লেনদেন না করে গ্রাহক ১০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে এস ও ডি ঋণের জন্য আবেদন করেন। গ্রাহকের সিআরজি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) ন্যূনতম ৭৫ এর পরিবর্তে ৬০ হওয়া সত্ত্বেও একজন নতুন ব্যবসায়ীকে শাখা কর্তৃক ১৫/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ঋণ মঞ্জুরির প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। সি আর জি স্কোর সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ মঞ্জুর করতঃ বিতরণ করা হয়েছে।
- শাখার ১৫/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রস্তাব এর প্রেক্ষিতে ১৭/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১৯তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১৩/২১১৩১/১৭৮২ তারিখ ০৪/০২/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনার জন্য ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা এসওডি ঋণ ৩০/০১/২০১৪ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহক নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ব্যাংকের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। গ্রাহকের নিজস্ব সম্পত্তি বন্ধক না দিয়ে জনাব আনসার উদ্দিন সিনহা এর ঢাকা জেলার লালবাগ থানার ৩১.৩৫ শতাংশ জমি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু রেকর্ড পত্র হতে দেখা যায় যে, উক্ত সম্পত্তি জনাব আনসার উদ্দিন সিনহা তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সিনহা ইন্টিগ্রেটেড বিজনেস সার্ভিসেস লিঃ এর নামে যমুনা ব্যাংক লিঃ গুলশান শাখায় ০৮/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখে বন্ধক রেখে ৮৭৩.০০ লক্ষ টাকা টার্মলোন গ্রহণ করেন। অন্য ব্যাংকের বন্ধকী সম্পত্তি ব্যাংকের মাধ্যমে অতিমূল্যায়ন করে ৫৩৭০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা এস ও ডি ঋণ মঞ্জুর করতঃ বিতরণ করা হয়। যা ব্যাংকিং নীতিমালা ও ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থী এবং জালিয়াতির শামিল।
- বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ডকুমেন্টস যাচাই না করে শাখা কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী।
- প্রধান কার্যালয়ের ডিসবার্সমেন্ট কমিটি গ্রাহকের ব্যবসার পারফরমেন্স ও জামানতের অবস্থা যাচাই না করে ঋণের অর্থ ছাড় করায় কমিটি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেনি।

অনিয়মের কারণ :

- অন্য ব্যাংকের বন্ধকীকৃত সম্পত্তি অতিমূল্যায়ন করে সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে ব্যাংকিং নীতিমালা ও ক্রেডিট পলিসি লংঘন করে ঋণ মঞ্জুর করতঃ ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৪৫০.৭০ লক্ষ টাকা **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭" এ প্রদর্শিত হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সহায়ক জামানত ঘাটতি, অতিমূল্যায়ন করে, ভুয়া সম্পত্তি বন্ধকী রেখে মঞ্জুরী ও বিতরণ করা হয়েছে। ১০০% সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃত করার জন্য অতিরিক্ত সহায়ক জামানত প্রদানের জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে গ্রাহকের ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কোন সাফল্যজনক অগ্রগতির উল্লেখ না থাকায় ও আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের কোন প্রমানক না থাকায় এবং অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণকসহ পুন: জবাব প্ররণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১৮।

শিরোনাম : প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান এবং তৈরী পোশাক রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবর্াসন না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৪৪৮.২৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি,ইস্যুকৃত ইএক্স পি তালিকা,সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের তালিকা ও ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স ওশেন এন্ড ডিজাইন (বিডি) লিঃ, চুক্তিপত্রের মাধ্যমে তৈরী পোশাক লন্ডনে মেসার্স বিনকা ফ্যাশন লিঃ এর অনুকূলে শাখা কর্তৃক ২২ টি ইএক্সপি(Export Proceeds) ইস্যু করা হয়। চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে রপ্তানিকৃত মালামাল জাহাজে পরিবহনের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য অগ্রিম আদায় ব্যতিরেকে অথবা ব্যাংকের এনওসি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ ছাড়াই ইএক্সপি ইস্যু এবং রপ্তানিকারক প্রতারণার মাধ্যমে রপ্তানি ডকুমেন্টস সরাসরি ক্রেতার নামে প্রেরণ করায় ৪২৬৪০১.১৮ মার্কিন ডলার রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- ইএক্সপি ইস্যুর পর রপ্তানি কারক রপ্তানির সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতঃ অর্থাৎ কাস্টমস কর্তৃক অনুমোদন ও যাচাইয়ের পর বি এল সম্পাদন করতঃ ইএক্স পি সহ সকল ডকুমেন্টস ক্রেতার ব্যাংকে প্রেরণের নিমিত্তে বিক্রেতার ব্যাংকের শাখায় ডকুমেন্টস জমা করার নিয়ম। গাইড লাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন ২০০৯ ভলিউম-১ এর ০৮ অধ্যায়ের ৮(i) অনুসারে ক্রেতার ব্যাংকে প্রেরণ করার নিয়ম। আলোচ্যক্ষেত্রে রপ্তানিকারক কর্তৃক উপরিউক্ত নিয়ম ভঙ্গ করে প্রতারণার মাধ্যমে রপ্তানির সকল ডকুমেন্টস ব্যাংকের শাখায় জমা না দিয়ে সরাসরি ক্রেতার হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে পণ্য রপ্তানির অর্থ ব্যাংকে প্রত্যার্বাসিত না হওয়ায় দেশ ৪,২৬,৪০১.১৮ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৩৩৪.৭২ লক্ষ টাকা আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- ক্রেতা ও বিক্রেতা সমঝোতার মাধ্যমে উক্ত অর্থ দেশে প্রত্যার্বাসন করেনি।
- শাখা কর্তৃক ইএক্সপি ইস্যুর ক্ষেত্রে জাহাজের পরিবর্তে বিমানে পরিবহনের জন্য রপ্তানি মূল্য অগ্রিম আদায় অথবা শাখা হতে এনওসি গ্রহণ বাধ্যতামূলক এরূপ শর্ত আরোপ না করায় রপ্তানিকারক জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে।
- মালামাল জাহাজীকরণের ৪ মাসের মধ্যে অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন ২০০৯ ভলিউম ১ এর ৮ অধ্যায়ের অনুঃ ৭ ও ১৩ অনুসারে রপ্তানিকারক ও সংশ্লিষ্ট শাখা সমভাবে দায়ী।
- প্রধান কার্যালয়ের ০৩/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১০/৭৭৬০ এর মাধ্যমে পরিচালনা পরিষদের ২২/৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখের ২৬৮ তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে গুলশানস্থ ঢাকা ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের দায় ২১০০.০০ লক্ষ টাকা ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টার্মলোনসহ ব্যাক টু ব্যাক লিমিট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা ও পিসি লিমিট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পিসি,এস টি এল ও টার্মলোনের অনাদায়ী ৩১২১.১৪ লক্ষ টাকা ৭বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে পুনঃ তফসিল করা হয়। গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের ২৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১১/১৯৫৮৩ এর মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক লিমিট ১৫০০.০০ লক্ষ ও পিসি লিমিট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ৩১/০৫/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। কিন্তু গ্রাহকের টার্মলোনের নিয়মিত কিস্তি ও রপ্তানি ব্যর্থতা জনিত সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় বাবদ ১৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা সহ মোট ৪১৭৩.৫৩ লক্ষ টাকা ৩১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে পুন:তফসিল করা হয়। কোন ডাউনপেমেন্ট আদায় ব্যতিরেকে ও ডিমান্ড লোনের স্টক লটকৃত মালামাল না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদী টার্মলোনে পরিণত করা হয়। স্টকলটকৃত মালামাল রপ্তানি করে লোন হিসাবে জমা করা হয় নি।
- গ্রাহক টার্মলোনের নিয়মিত কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করায় ও বারবার রপ্তানি ব্যর্থ হওয়ার পরও এবং ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত থাকার পরও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও পিসি ঋণের সুবিধা প্রদান করায় পুনরায় ৫৭৬.০৩ লক্ষ টাকা ডিমান্ড লোন ও ১২৭.৩১ লক্ষ টাকা পিসি ঋণের দায় সৃষ্টি হয়।
- ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ও রপ্তানি ব্যর্থতা সত্ত্বেও উপর্যুপরি দায় সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ব্যাংকের (৬৯৬.১৩+১৪৮.৯৯+৫২৬৮.৪৩ = ৬১১৩.৫৫+ ৩৩৪.৭২) বা ৬৪৪৮.২৭ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঋণ সমূহের মোট অনাদায়ী রয়েছে ৬১১৩.৫৫ লক্ষ টাকা। অথচ সহায়ক জামানত আছে মাত্র ২৩৫৮.৭৫ লক্ষ টাকা। সহায়ক জামানত ঘাটতি রয়েছে ৩৭৫৪.৮০ লক্ষ টাকা। ফলে সহায়ক জামানত ঘাটতি থাকায় ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
- নাভানা লজেসটিকের ২০/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে রপ্তানিকারক মালামাল রপ্তানির নিমিত্তে জাহাজী করণ করে রপ্তানি কারককে সকল ডকুমেন্টস বুঝে দিয়েছে। যা বেসিক ব্যাংকের গুলশান শাখায় জমা দেয়ার নিয়ম।

৭—

- টার্মলোনের ২১০০.০০ লক্ষ টাকা মাসিক কিস্তির কোন অর্থই গ্রাহক অদ্যাবধি পরিশোধ করেনি।
- গ্রাহক ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে তৈরী পোশাকের কাঁচামাল আমদানির পর উহা রপ্তানি না করায় উক্ত ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে।
- মঞ্জুরী আদেশে গ্রাহক এস টি এল ঋণ বা লোন জেনারেল প্রদানের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে ০৬/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৬৮.০০ লক্ষ টাকা, ০৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৬০.০০ লক্ষ টাকা, ০৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২২২.৫০ লক্ষ টাকা, ০৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ৬০০.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে টার্মলোনে একীভূত করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- রপ্তানিকারক তৈরী পোশাক রপ্তানী করা সত্ত্বেও রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসন না করা, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও এসটিএল ও পিসি ঋণ প্রদান ও রপ্তানি ব্যর্থ হওয়ার পরও ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান এবং সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও টার্মলোনের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬৪৪৮.২৭ লক্ষ টাকা **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮" এ প্রদর্শিত হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ইএক্সপির বিপরীতে অপ্রত্যাসিত রপ্তানি মূল্য দীর্ঘ দিন যাবত প্রত্যার্বাসিত না হওয়ায় ফ্রেইট ফর ওয়াডের বিরুদ্ধে উকিল নোটিশসহ গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে। শ্রেণীকৃত ঋণের দায় আদায়ের জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। সাড়া না পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারন বিমানে মালামাল প্রেরণের ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্য ব্যাংক তহবিলে জমা হওয়ার পর ইএক্সপি ইস্যুর নিয়ম। আর রপ্তানি ব্যর্থ হওয়ার পরও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, শাখা ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও পিসি এবং এস টি এল ঋণ বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ঋণের অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতির উল্লেখ নেই বিধায় ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক এবং বিধি বহির্ভুতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহার প্রমানকসহ পুন:জবাব প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বিধিবর্হিভূতভাবে টার্মলোন, সিসি ঋণ, এসটিএল ঋণ বিতরণ, রপ্তানি না করা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও রপ্তানি মূল্য বিদেশে পাচারের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১৯।

শিরোনাম : গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এবং মর্টগেজ ব্যতীত ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৮৩৪.৫৪ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ব্যাংকের গুলশান শাখার সিএল বিবরণী,ডকুমেন্টস নথি, ঋণের নথি, ঋণ মঞ্জুর সংক্রান্ত নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স সিলভার কম ট্রেডিং এর মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল আজম পলাশ ১০/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে চলতি হিসাব নং-২১১০-০১-০০০৫৩৫ খোলেন। গ্রাহকের অনুকূলে ১৩/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ০৯৪৭৯৪৩ নং ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করে। গ্রাহক একজন নতুন ব্যবসায়ী। অপরদিকে সি আর জি (ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং) স্কোর ন্যূনতম ৭৫ না হলে ঋণ পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সি আর জি স্কোর ৫৮ হওয়ায় গ্রাহকের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা ছিল না তথাপিও শাখা কর্তৃক ০৭/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরী প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১৫তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- বেসিক/এইচও/সিসিডি/২০১২/২১১২৩/১৭৪৩৪ তারিখ ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিসি হাইপোঃঋণ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এল টি আর ঋণ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা এক বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত ছিলো ঋণের সমপরিমাণ সম্পত্তি অর্থাৎ ১০০% সহায়ক জামানত ব্যাংকে বন্ধক নেয়ার পর ঋণ বিতরণ করতে হবে। কিন্তু রেজিষ্ট্রি বন্ধক নেয়া হয়েছে ১৬/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৯/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে। অর্থাৎ ব্যাংকের অর্থে গ্রাহকের নামে ১৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জমি ক্রয় করে ব্যাংকে বন্ধক নেয়া হয়েছে। গ্রাহক নিয়মিত লেনদেন না করায় হিসাবটি ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ও ডি এফ মানে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।
- গ্রাহক দুটি এল টি আর ঋণের মাধ্যমে ভারত হতে ৫৬৯.০০ লক্ষ টাকার কাচাঁতুলা আমদানি করে।কিন্তু আমদানিকৃত কাচাঁতুলা বিক্রয় করে বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা এল টি আর ঋণের দায় সমন্বয় করেন নি।
- চলতি হিসাবে অর্থ জমা না থাকা সত্ত্বেও ২০১২ এবং ২০১৩ সালে গ্রাহককে প্রায় সারা বছরই উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়েছে। ফলে গ্রাহকের হিসাবে ৫.২৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বি আর পি ডি সার্কুলার নং-১৬/১০ অনুযায়ী ঋণের অর্থে জমি ক্রয় বাবদ বিনিয়োগ করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সিসি ঋণের টাকায় গ্রাহক কর্তৃক জমি ক্রয় করে ব্যাংকে বন্ধক রাখা হয়েছে, যা উক্ত স্মারকের পরিপন্থী।
- ঋণের দায় পরিশোধ না করার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা, পারফরমেন্স ও বন্ধকী সম্পত্তির বৈধ মালিকানা প্রভৃতি যাচাই না করেই ডিসবার্সমেন্ট কমিটি কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ করা হয়।

অনিয়মের কারণ :

- সি আর জি স্কোর অনুযায়ী ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এবং ঋণ বিতরণের পূর্বে বন্ধককৃত জমির বৈধ মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৩৮৩৪.৫৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১৯" এ প্রদর্শিত হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক নিয়মিত লেনদেন না করায় সিসি ঋণ সন্দেহজনক এবং এলটিআর ঋণের দায় মন্দ/কু-ঋণ হিসাবে শ্রেণীকৃত করা হয়েছে। ১০০% সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃত করতে আরও সম্পত্তি বন্ধক দেয়ার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়।০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে মন্দ ও কু-ঋণের অর্থ আদায় এবং রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়ে কোন অগ্রগতির তথ্য না থাকায় ব্যাংকের সমুদয় পাওনা অতিসত্ত্বর আদায়পূর্বক ও অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি

মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রমানকসহ পুন:জবাব প্ররণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- বিধিবর্হির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ২০।

শিরোনাম : লোকাল বিল ক্রয়ের সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল ক্রয় ও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক গ্রহণ না করে ঋণ মঞ্জুর করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬৫৫.২৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১০-২০১৩ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাকার্য ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান শাখার ঋণের নথি,সিএল বিবরণী ও লেনদেনবিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স গ্রীন বাংলা স্পিনিং মিলস লিঃ এর নামে ১৬/৭/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ২১১০-০১-০০০১৮১৯ নম্বরের একটি চলতি হিসাব খোলা হয়। উক্ত হিসাবে কোন নগদ অর্থ জমা না থাকার পরও শাখা ব্যবস্থাপক জনাব শিপার আহম্মেদ ২২/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৯০.৭৬ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করেছেন। ২৪/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত হিসাবে ৫৭৬.৩৭ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকের প্রচলিত বিধান মোতাবেক গ্রাহকের চলতি হিসাবে অর্থ জমা না থাকলে অতিরিক্ত উত্তোলনের কোন সুযোগ নেই।কিন্তু শাখা ব্যবস্থাপক আর্থিক ক্ষমতা বর্হির্ভূতভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে উপরোক্ত সুবিধা প্রদান করেছে।
- প্রধান কার্যালয়ের ২৯/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/২০১০/১৪৮৭৮/২৯৯ এর মাধ্যমে গ্রাহকের সিসি হাইপোঃ ঋণের সীমাতিরিক্ত দায়, এল বি পি (Local Bill Purchased) দায় বাবদ অনাদায়ী ২৭৯.০০ লক্ষ টাকা ৫ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টার্মলোনে পরিণত করা হয়।উক্ত ঋণ হিসাবে বর্তমানে ২২০.৪৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- গ্রাহকের সিসি হাইপোঃ ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও প্রধান কার্যালয়ের ২৬/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বেসিক/এইচও/আইসিডি/৬৩৫৬ এর মাধ্যমে সিসি হাইপোঃ ঋণের লিমিট ৫০.০০ লক্ষ হতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়।গ্রাহকের সিসি হাইপোঃ ঋণ হিসাবে সন্তোষজনক লেনদেন না থাকা সত্ত্বেও ২৯/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩৮.৫০ লক্ষ টাকা ও ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১৪৩.৫০ লক্ষ টাকা লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- গ্রাহকের সোনালী ব্যাংক, রূপসী বাংলা হোটেল শাখার একসেপটেন্স বিল ক্রয় করায় ও উক্ত বিলের অর্থ অদ্যাবধি নগদায়ন না হওয়ায় ব্যাংকের ৯৪১.৫৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।উক্ত ঋণের দায় বি এল ঋণে পরিণত হয়েছে।
- এল বি পি বিল ক্রয়ের লিমিট ছিলো ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেখানে ক্রয় করা হয়েছে ৮১৯.০০ লক্ষ টাকা।শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতা বর্হির্ভূতভাবে ৩১৯.০০ লক্ষ টাকার এল বি পি অতিরিক্ত ক্রয় করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- সম্পূর্ণ ঋণাঙ্কের উপর অর্থাৎ ঋণ সমূহের লিমিট ১২৭৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ৬৭৫.৭৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বন্ধক নেয়া হয়েছে। ৬০৩.২১ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বর্হির্ভূতভাবে চলতি হিসাবে গ্রাহকের অর্থের স্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান,সিসি হাইপোঃ ঋণ হিসাবে অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান ও এলবিপি খাতে লিমিট অতিরিক্ত বিল ক্রয় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬৫৫.২৪ লক্ষ টাকা **(বিবরণ পরিশিষ্ট "২০" এ প্রদর্শিত হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহক টি ও ডি দায় পরিশোধের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেছে। গ্রাহকের সকল ঋণ হিসাব মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ ঋণাংকের উপর ডিড অব বন্ধক করার জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে। ঘাটতি সহায়ক জামানত বন্ধক দেয়ার জন্য গ্রাহক অঙ্গীকার করেছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে ব্যাংকের অর্থ আদায়ের অগ্রগতির বিষয় এবং অনাদায়ী অর্থ আদায় ও ঋণ প্রদান সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়ে বিধি

৮—

মোতাবেক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক পুনঃজবাবসহ প্রমানক প্রেরণের জন্য ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধি বর্হিভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং অর্থ ছাড়করণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৭১১কম/এ—৮০০বই, ২০১৭ইং।